NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ সনাতনি যুবকের মৃত্যুতে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে শুভেন্দুর তীব্র আক্রমণ

সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে, গড়িয়ায় বাম শিবিরে ফাটল ২

কলকাতা ৫ মে ২০২৫ ২১ বৈশাখ, ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.05.2025, Vol.18, Issue No. 322, 8 Pages, Price 3.00

অশান্তি কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন মমতা, করবেন প্রশাসনিক বৈঠকও

আজ মুর্শিদাবাদ সফরে মুখ্যমন্ত্রী, রবিতেই সাসপেন্ড ২ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার তিনি হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন। কপ্টারে যাবেন সামশেরগঞ্জে। কথা বলবেন হিংসা কবলিতদের সঙ্গে। ওই দিনই ধুলিয়ানে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর কেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দেখাবেন, এখানে কোনও কিছু হয়নি। সবাই আমার কাছে এসেছে। নিহতদের শ্রাদ্ধ করার জন্য পুরোহিত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার দলের মুসলিম নেতাকে আমি পাঠিয়েছি। তিনি ভরসা দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছেন। বিনা পুরোহিতে শ্রাদ্ধ হয়েছে।'

এই ঘটনায় সামশেরগঞ্জ থানার দুই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করেছে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ। অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড সামশেরগঞ্জের ওসি এবং সাব ইন্সপেক্টর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাবের জেলায় যাওয়ার আগেই বড় সিদ্ধান্ত। ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গত মাসে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। শান্তি ফিরিয়ে আনতে হাইকোর্টের নির্দেশে নেমেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই সময় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষ এবং থানার এসআই জালালউদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুরু হয়েছিল বিভাগীয় তদন্তও। এবার কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হল। যতদিন সাসপেন্ড থাকবেন ততদিন তাঁর বেসিক বেতনের অর্ধেক পাবেন। পাশাপাশি সরকারি জিনিসপত্র সমস্ত জমা দিয়ে দিতে হবে। তবে প্রতিদিন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার রোল কলের সময় তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় এতদিন একমাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন মহম্মদ নাসির। এবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌম্যজিৎ বড়ুয়াকে নিয়োগ করল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় একই পদে বদলি করা হল। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ অশান্তির পর সোমবার নবাবের জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরের আগে পুলিশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কেন্দ্রকে রিপোর্টে রাষ্ট্রপতি শাসনের আর্জি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে আসার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি রিপোর্ট পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ওই রিপোর্টে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। বস্তুত, সংবিধানের এই অনুচ্ছেদেই রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাজভবন সূত্রে খবর, শারীরিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেই কেন্দ্রকে ওই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন বোস।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রকে পাঠানো ওই চিঠিতে মূলত তিনটি বিষয় বিবেচনার জন্য বলেছেন তিনি। প্রথমত, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সঠিক ভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হলে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনুসন্ধান কমিশন আইন, ১৯৫২ অনুসারে একটি অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যপাল। ওই কমিশনের কাজ হবে সব দিক খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর যে জেলাগুলিকে নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় আরও সীমান্তচৌকি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। অশান্তি কবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলার পরে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন রাজ্যপাল।

সংশোধিত ওয়াকফ আইন ঘিরে গত মাসে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অঞ্চলে। বিএসএফের সাহায্য নিয়ে রাজ্য পুলিশ শুরুর দিকে সেখানে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছিল। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে যাঁরা ঘরছাড়া হয়েছিলেন, তাঁদের একাংশকে নিয়ে রাজভবনেও গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ অন্যরা। রাজ্যপালের কাছে তাঁরা পাঁচ দফা দাবি পেশ করেন। সামশেরগঞ্জ এবং ধুলিয়ানে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে আসার জন্যও রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে এপ্রিলের মাঝামাঝি দু'দিনের সফরে (১৮ এবং ১৯ এপ্রিল) মালদা এবং মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন বোস। মালদার পরের দিন মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকাও পরিদর্শন করেন। কথা বলেন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। আক্রান্তদের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। নিহতদের পরিবারকে দিয়ে আসেন রাজভবনের শান্তিকক্ষের নম্বরও। সেখান থেকে ফিরেই কেন্দ্রকে এই রিপোর্ট পাঠান তিনি।

সোমবার মুর্শিদাবাদ সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগেই রাজ্যপালের পাঠানো রিপোর্ট সংক্রান্ত এই তথ্য প্রকাশ্যে এল। বিএসএফের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে কুণাল ঘোষের দাবি, বিএসএফকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেটিই উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল রাজ্যপালের রিপোর্টে। এই রিপোর্টে বিজেপিকে 'খুশি করার মতো' এবং বাংলাকে 'ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে কলুষিত' চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতার।

নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্যপালকে চিঠি দুই নিহতের স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে অশান্তির আবহে নিহত হরগোবিন্দ এবং চন্দন দাসের স্ত্রী অপহরণের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁদের খুঁজতে নেমে সল্টলেকে তাঁদের হদিশও মেলে। সেই পুলিশি অভিযানের পরেই এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখে নিরাপত্তার দাবি জানালেন দুই নিহতের স্ত্রী। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে।

আগামী মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সুতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভা রয়েছে। সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদের যে সব জায়গায় হিংসা ছড়িয়েছিল, তার মধ্যে সুতি অন্যতম। সেখানে অশান্তির আবহ দূর হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সভায় স্বাভাবিক ভাবে অনেকের নজর রয়েছে। ওই সভার আগে শমসেরগঞ্জের দুই নিহত হরগোবিন্দ এবং তাঁর ছেলে চন্দন দু'জনের স্ত্রীর 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়া চর্চা শুরু হয়েছে জেলায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জনকে অপহরণ করা হয়েছে, এই মর্মে তাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়েছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা এবং বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশের দল। সেই পুলিশের বিরুদ্ধে দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ এবং জোর করে হরগোবিন্দ এবং চন্দনের স্ত্রীকে

নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দাস পরিবারের দাবি, তাদের মোটেই অপহরণ করা হয়নি। নিরাপত্তার কারণে তারা আত্মগোপন করেছে।

পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এবং আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সভায় দুই নিহতের স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইছে প্রশাসন। সেই কারণেই এই পুলিশি অভিযান। রাজ্যপাল বোসকে লেখা চিঠিতেও এই সম্ভাবনার কথা লিখেছেন হরগোবিন্দ এবং চন্দনের স্ত্রী। তাঁরা বলেছেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর যে সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে আমাদের উপস্থিত থাকার কোনও ইচ্ছা নেই। যেখানে আমাদের স্বামীদের নির্মম ভাবে হত্যার সত্যতাকে মিথ্যা শান্তির গল্পে চাপা দেওয়া হবে।'

পুলিশি অভিযান নিয়ম মেনে হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে নিহতদের পরিবার। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'কোনও মহিলা কনস্টেবল ছিল না। যা সম্পূর্ণ ভাবে আইন এবং আমাদের মর্যাদার পরিপন্থী।' পরিবারের দাবি, পুলিশ তাদের জানিয়েছে যে, হরগোবিন্দেরই ছেলে অপহরণের একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাই ওই অভিযান। কিন্তু ওই অভিযোগের কোনও নথি তাদের দেখানো হয়নি বলেই দাবি পরিবারের। তাদের আরও দাবি, হরগোবিন্দের ছেলেকে ভয় দেখিয়েই ওই অভিযোগ করানো হয়েছে।

নিহতের পরিবার রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছে যে, তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হোক। তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চায়। তা যাতে নিরাপদে তারা করতে পারে, তা-ও নিশ্চিত করা হোক। পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে নিহতের পরিবার।

বায়ুসেনা প্রধান-শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক মোদির, চন্দ্রভাগার জল বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৪ মে: পহেলগাঁও হামলার পর দিল্লিতে একের পর এক বৈঠক করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সকালে বায়ুসেনা প্রধান অমলপ্রীত সিং এবং বায়ুসেনার অন্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ বায়ুসেনার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় দুজনের। তবে এই বৈঠকের বিষয়বস্তুও সিক্রেট। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বায়ুসেনা ইতিমধ্যেই পাক সীমান্তে মহড়া শুরু করেছে।

আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভারত পুরোপুরি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। জব্বলপুরের খামারিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টারির কর্মীদের ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই অস্ত্র কারখানার যেসব কর্মী আগে থেকে ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদেরও জরুরি ভিত্তিতে ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আগামী দিনেও কোনও কর্মীকে ছুটি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্র তৈরির কাজ শুরু করল ভারতীয় সেনা?

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পর ১২ দিন পেরিয়েছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ২৬ জনকে নির্মম ভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাকড় চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ২২ এপ্রিল দুপুরে বৈসরণ ভ্যালি রিসর্টে হামলা চালায় চারজন। তার মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি। বাকি দুজন কাশ্মীরের বাসিন্দা। চারজনের স্কেচও প্রকাশ হয়েছে। এদের পথপ্রদর্শক হিসাবে আদিল কঠোর নামের এক জঙ্গির নামও প্রকাশ করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। এর বাইরে আর কারা যুক্ত সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসবের মধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে কার্যত যুদ্ধের মেজাজে ভারত।

এবার চন্দ্রভাগা নদীর জল বন্ধ করল ভারত। জম্মু ও কাশ্মীর হয়ে সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার জল পাকিস্তানের দিকে বয়ে যায়। ফলে জলপ্রবাহ আটকানো এবং বাড়তি জল ছাড়া, দুই রয়েছে ভারতের হাতে। বলা বাহুল্য, গ্রীষ্মের মরসুমে দিল্লির এই পদক্ষেপে অস্বস্তি বাড়ল ইসলামাবাদের।

পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করেছে নয়াদিল্লি। সিন্ধু এবং তাঁর উপনদীগুলির জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে এই চুক্তি হয়েছিল। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর শিক্ষা দিতে বিতস্তার জল ছাড়ে ভারত। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাংশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় পাকিস্তান অভিযোগ করে, কোনও রকম সতর্কবার্তা ছাড়াই জল ছেড়েছে ভারত। পালটা দাবি, নিয়ম মেনে জল ছাড়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চন্দ্রভাগা নদীর ওপর জম্মু ও কাশ্মীরের রমবান জেলায় বাগলিহার বাঁধ রয়েছে ভারতের। দীর্ঘ দিন ধরে দুই দেশের মধ্যে এই বাঁধ নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ইসলামাবাদের অভিযোগ, এই বাঁধ তৈরি করে পাকিস্তানের জল আটকাতে চায় দিল্লি। এই বিষয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপও চেয়েছিল তারা। পহেলগাঁও হামলার জেরে এবার সেই বাঁধ ব্যবহার করেই পাকিস্তানিমুখী জল আটকানো হল। সূত্রের খবর, একই পরিকল্পনা রয়েছে বিতস্তা নদীর উপর কিশনগঙ্গা বাঁধ নিয়েও। সমরাস্ত্রে যুদ্ধ না হোক, পাকিস্তানের অস্বস্তি বাড়ানোই প্রধান উদ্দেশ্য।

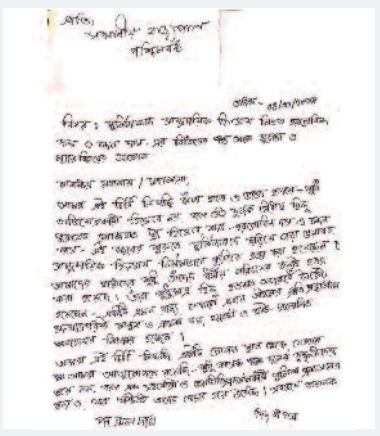

ওয়াকফ শুনানি

■ **সংশোধিত ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় গত ২৫ এপ্রিল নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে হলফনামা জমা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার ওই সংক্রান্ত একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অল ইন্ডিয়া মজলিশ-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (মিম) প্রধান তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দায়ের করা আবেদনটিও। দুপুর ২টো থেকে হতে পারে শুনানি।**

ফের যোগীরাজ্য

■ **দাঁতের চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন যুবতী। তাঁকে অজ্ঞান করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসককে দোষী সাব্যস্ত করে, ১০ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করল স্থানীয় আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে।**

রহস্য মৃত্যু

■ **রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু বেঙ্গালুরুর এক আইনজীবীর। পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে পড়ে দেহ। মাথার পিছনের অংশ থেঁতলানো। বেরিয়ে গিয়েছে ঘিলু। এদিকে গাড়ির ইঞ্জিন চালু। তবে দরজা আটকানো। জ্বলছে ইনডিকেটর।**

৩ জওয়ান মৃত

■ **জম্মু ও কাশ্মীরের রামবনে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চাকা পিছলে গভীর খাদে গিয়ে পড়ল সেনার ট্রাক। মৃত্যু হয়েছে তিন জওয়ানের। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ, সেনা এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।**

২৬ হাজার চাকরি বাতিলে সুপ্রিমে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি রাজ্য, এসএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাল রাজ্য এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন। শনিবার তারা শীর্ষ আদালতে পুনর্বিবেচনার আর্জি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, আগামী ৮ মে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন মামলাটি শুনবে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। রায় ঘোষণার এক মাসের মাথায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করল এসএসসি। এর আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসএসসি জানিয়েছিল, যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করে আগের রায় পরিবর্তন বা নতুন রায়ের আবেদন জানানো হবে। সেইমতো তারা আবেদন করেছে।

নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং একাধিক অনিয়মের অভিযোগে গত ৩ এপ্রিল এসএসসির ২৬ হাজার (আদতে ২৫,৭৩৫) চাকরি বাতিল করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ অনিয়মের অভিযোগে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দেয়। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, সঠিক তথ্য না থাকায় যোগ্য এবং অযোগ্যদের পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করবে এসএসসি। দাগি বা চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের কোনও অংশই এখনও অবধি কার্যকর করা হয়নি। এসএসসি এবং রাজ্য আগেই জানিয়েছিল, পুরো রায় খতিয়ে দেখে পুনর্বিবেচনার আর্জি (রিভিউ পিটিশন) করা হবে। সেইমতো সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাল রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, গত ৩ এপ্রিল এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছিল। আর

৩ মে রিভিউ পিটিশন করতে চেয়ে আবেদন করা হয়। রায় ঘোষণার ঠিক এক মাসের মাথায় রায়ে পরিবর্তন চেয়ে মামলা দায়ের করল রাজ্য এবং এসএসসি।

আগামী ১৩ মে প্রধান বিচারপতি খন্না অবসর নেবেন। তার আগে আগামী বৃহস্পতিবার তাঁর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হতে পারে। পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ হতে পারে বলে মনে করছেন মূল মামলাকারীদের আইনজীবীরা। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'যে কারণে সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করেছে, তাতে এই রায় পুনর্বিবেচনা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পূর্বের রায়ই বহাল রাখতে পারে আদালত। এর আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদন মেনে নিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেও এখন কেন রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি করতে হল? তা ছাড়া বেশির ভাগ মামলায় দেখা দিয়েছে, তথ্যগত বিভ্রান্তি বা ভুল থাকলে আদালত নিজের রায় পরিবর্তন করে। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই।'

এর আগে রায়ে বদল চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাদের আবেদন ছিল, এত শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। অনেক স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক শূন্য হয়ে যাবে। ফলে ক্ষতি হবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। গত ১৭ এপ্রিল পর্ষদের ওই আবেদন মেনে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। শর্তসাপেক্ষে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, দাগি অযোগ্যদের বাদ রেখে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকেরা স্কুলে যেতে পারবেন। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁদের চাকরি বহাল থাকবে। তবে ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্যকে নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ওই নির্দেশ মোতাবেক চলতি মাসেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা। তারই মধ্যে রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় রাজ্য।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

জাফরাবাদে দুই সনাতনি যুবকের মৃত্যু

রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে শুভেন্দুর তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মৃত্যু নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিপন্ন। এক্স-এ দেওয়া বার্তায় তিনি লেখেন, 'জাফরাবাদের এই মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের সনাতনি সমাজের ভঙ্গুর নিরাপত্তার নিদর্শন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারে না।' শুভেন্দু জানান, নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করেছে আদর্শগত মতভেদ এবং প্রশাসনের

ভূমিকায় অসন্তোষের কারণে। তাঁর দাবি, এতে স্পষ্ট যে পরিবার সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'তাদের উপরই উলটে অত্যাচার চলছে। কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ গেস্ট হাউসে ঢুকে পরিবারকে জোর করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।' নিহতদের পরিবার ইতিমধ্যেই ক্যালকাটা হাই কোর্টে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশি আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। শুভেন্দুর মন্তব্য, 'জোর করে বিশ্বাস আদায় করা যায় না, তার জন্য চাই জবাবদিহি ও সহানুভূতি। বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণ শাসন ও আইনবিধি রক্ষাকারী সরকার আশা করেন, না যে বিভাজন ও অবিশ্বাস বাড়ায়।' তার পোস্টে রাজ্যপাল, মানবাধিকার কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টকেও উদ্ধৃত করে বিষয়টি জাতীয় স্তরে তোলেন শুভেন্দু।

বৃষ্টি সমস্যা, হাওড়া স্টেশনের তিন কমপ্লেক্স জুড়ে নির্মাণ ছাউনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্স থেকে নিউ কমপ্লেক্সে যেতে বৃষ্টিতে আর ভিজতে হবে না যাত্রীদের। রোদের আঁচও লাগবে না গায়ে। দুই কমপ্লেক্সের নিত্যযাত্রীরাই নন, একই সুবিধা পাবেন মেট্রোর যাত্রীরাও। তিন স্টেশন জুড়ে এবার তৈরি হতে চলেছে ছাউনি দেওয়া রাস্তা।

হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, দশ লাখেরও বেশি যাত্রী এই স্টেশনটি রোজ ব্যবহার করেন। তার উপর এখন রয়েছে মেট্রোর যাত্রীদের চাপ। এই তিন স্টেশনের একটি থেকে অন্যটিতে আসা-যাওয়া করতে হয় যাত্রীদের। দূরপাল্লার যাত্রীদের সঙ্গে থাকে লাগেজ। এছাড়া নিত্যযাত্রীরা তো রয়েছেনই। এতদিন রোদ-বৃষ্টিতে চরম নাকাল হয়ে যাতায়াতই ছিল দস্তুর। তিন স্টেশনের সংযোগকারী নির্মীয়মাণ রাস্তার উপরে থাকবে আধুনিক

আচ্ছাদন।

ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানান, এজন্য পনেরো কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আগামী ছ'মাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান। হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নিউ কমপ্লেক্সের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মকে যুক্ত করবে এই রাস্তা। মাঝে এই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে মেট্রো স্টেশনও। হাওড়া স্টেশন ছাড়া অমৃত ভারত প্রকল্পে হাওড়া ডিভিশনের পনেরোটি স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। যার মধ্যে অনেকগুলি স্টেশনের মূল ভবন নতুন আদলের করা হবে। আমূল পরিবর্তন হবে স্টেশনগুলির। সম্প্রতি পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ কে দেউসকর স্টেশনগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখে জানিয়েছিলেন, আগামী ছ'মাসের মধ্যে এই উন্নয়নের কাজ শেষ করা হবে।

গরমে তৃষ্ণার্ত ট্রাফিক পুলিশের জলপান। ধর্মতলায় তোলা ছবি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ এপ্রিল। ২১ শে বৈশাখ। সোমবার। অষ্টমী-নবমী তিথি । জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা পদকে সম্মানিত সাগরদ্বীপের কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক গৌরব পেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বাঙালি কন্যা। সাগরদ্বীপের প্রত্যন্ত রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান কাকলি মান্নাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অসামান্য অবদানের জন্য 'পিস কিপিং মেডেল'-এ ভূষিত করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আফ্রিকার কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জঙ্গি-আক্রান্ত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

বিএসএফের ১০৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নে কর্মরত কাকলিকে গত বছর এই মিশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেখানকার অসহায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি কাজ করে চলেছেন। ১ মে দেশে ফেরার কথা থাকলেও হঠাৎ নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় তাঁর প্রত্যাবর্তন পিছিয়ে জুলাই পর্যন্ত গিয়েছে। কাকলির এই কৃতিত্বে আপ্লুত তাঁর পরিবার। পাঁচ ভাইয়ের বোন কাকলি ছোটবেলা থেকেই দেশসেবার স্বপ্ন দেখতেন। তবে পরিবারের সকলেই শুরুতে সমর্থন জানায়নি। দাদা স্বপন মান্নার সাহস ও প্রেরণাতেই কাকলির এই যাত্রা শুরু। স্যালাইন নিয়ে পরীক্ষায় বসা সেই কাকলি আজ আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। রবিবার রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারকে সম্মান জানানো হয়। পঞ্চায়েত সদস্য মানিক নায়কের কথায়, 'কাকলি শুধু সাগরের নয়, গোটা ভারতের গর্ব। ও যেন আরও এগিয়ে যায়, এই কামনাই করি।' কাকলির এই কৃতিত্ব, সাহস ও সেবার মানসিকতা আজ প্রমাণ করে, প্রত্যন্ত গ্রামের এক মেয়ে থেকেও বিশ্বমঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা সম্ভব।

চন্দননগরে পাকিস্তানি ধরা পড়ায়, প্রশাসনকে নিশানা সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেয়, ভিসা থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বার করে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশ মানেনি রাজ্য সরকার, এই অভিযোগ তুলে উত্তাল রাজনীতি। এর মধ্যেই চন্দননগরে ধরা পড়েছে এক পাকিস্তানি নাগরিক, যিনি বহু বছর ধরে বাংলায় বসবাস করছিলেন বলে খবর। ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি। রবিবার বালুরঘাটে সাংসদ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর প্রশ্ন, 'কীভাবে একজন পাকিস্তানি নাগরিক এতদিন ধরে বাংলায় থাকতে পারলেন? প্রশাসন কি ঘুমোচ্ছে?' সোমবার বিজেপির ডাকা দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএম অফিসের সামনেও বিক্ষোভ হবে। সুকান্তর

দাবি, 'বাংলায় নজরদারির অভাব রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের পিঠ চাপড়াচ্ছে তৃণমূল সরকার। এটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন।' বিজেপির স্পষ্ট দাবি, সব পাকিস্তানি নাগরিককে খুঁজে বার করে অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে হবে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে, গড়িয়ায় বাম শিবিরে ফাটল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বামেদের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত গড়িয়া। আর সেই এলাকায় সিপিএম বড় ধাক্কা খেলো। সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার তিন বার নির্বাচিত প্রাক্তন কাউন্সিলর অলোক কয়াল। শনিবার স্থানীয় একটি দলীয় কর্মসূচিতে তৃণমূল নেতৃত্বের হাত থেকে পতাকা তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলে নাম লেখান তিনি। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা এলাকার সংগঠনিক নেতা নজরুল আলি মণ্ডল এবং একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

অলোক কয়াল বলেন, 'সিপিএমে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না। উন্নয়নই আমার লক্ষ্য, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দিলাম। দল যা দায়িত্ব দেবে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।' তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'আমরা মানুষের সেবা করি বলেই একের পর এক নেতা-কর্মী তৃণমূলের পতাকার তলায় আসছেন। এতে দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে।'

বহু তৃণমূল নেতার মতে, অলোক কয়ালের এই যোগদান শুধু একটি ওয়ার্ডে সীমিত থাকবে না, বরং গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাম শিবিরে প্রভাব ফেলতে পারে। সিপিএমের পুরোনো সংগঠনেও ভাঙন ধরতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এই ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও সরগরম হয়ে উঠেছে।

রবিবার রবীন্দ্র সরোবরের লেক লাভার্স ফোরামের তরফে মোমবাতি জ্বালিয়ে পেহেলগাঁয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করা হয়।

'সেনা ক্যাম্প নীচেই ছিল, গুলির শব্দে কেউ আসেনি' পেহেলগাঁও হামলায় নিহতের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২২ এপ্রিল পহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহ। সেই মর্মান্তিক ঘটনার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁর স্ত্রী শর্বরী গুহ। একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে বিপর্যস্ত তিনি। প্রশ্ন তুলেছেন, 'ওই জায়গার কাছেই তো সেনা ক্যাম্প ছিল। গুলির শব্দ শোনার পরও কেন কেউ এগিয়ে এল না?' রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শর্বরী বলেন, 'আমরা ছবিও তুলছিলাম। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। স্থানীয় এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বাঁদর তাড়াতে মাঝে মাঝে গুলি ছোড়ে। কিন্তু শব্দ থামছিল না। তখ নই বলল, মাটিতে শুয়ে পড়ুন। তার পরেই গুলি। আমার স্বামীকে মেরেই ফেলল।' জঙ্গিরা তখন বলছিল, 'মোদি কা আদমি হ্যায়', এই কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 'ওরা জানল কী করে যে উনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করেন?' শর্বরীদেবীর আরও বক্তব্য, 'সেনা ক্যাম্প ছিল নীচে। এত গুলির শধে কারও এসে না পৌঁছনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটা চরম গাফিলতি।' তিনি জানান, এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যাতে আর কেউ না পায়, তার জন্য দোষীদের দ্রুত কঠোর শাস্তি দাবি করছেন। প্রশাসনের কাছে তাঁর আর্জি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার এমন মারাত্মক ত্রুটি ভবিষ্যতে যেন আর না হয়।

দুটি নতুন দালিয়ান রেক এসে পৌঁছল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেলের পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে চিনের দালিয়ান থেকে আসা আরও দুইটি আধুনিক রেক এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। ৩রা মে, ২০২৫ তারিখে এই রেকগুলি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরে একটি জাহাজে করে এসে পৌঁছয়। আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এই রেকগুলির প্রতিটিতে ৮টি করে মোট ১৬টি কোচ রয়েছে। জাহাজ থেকে নামানোর পর ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে রেকগুলি নোয়াপাড়া কারশেডে নিয়ে যাওয়া হবে। নতুন এই রেকগুলিতে যাত্রীসেবার মান বাড়াতে একাধিক আধুনিক সুবিধা সংযোজিত হয়েছে। পূর্ববর্তী এসি রেকের তুলনায় এই রেকগুলির

দরজা ১৯০ মিলিমিটার বেশি চওড়া, ফলে ব্যস্ত সময়ে যাত্রী ওঠানামা আরও সহজ হবে। এর সঙ্গে রয়েছে উন্নত এয়ার কন্ডিশনিং, শধ হ্রাসকারী প্রযুক্তি, ও চোখ -শীতলকারী আলো।

যাত্রী-সুবিধার দিক থেকে এই রেকগুলিতে রয়েছে সিসিটিভি, আরও প্রশস্ত ও মডুলার ভেস্টিবিউল, বেশি আসনের ব্যবস্থা, প্রবীণ ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ আসন, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, দরজার পাশে হ্যান্ড রেল, এবং বহুভাষিক উজ্জ্বল ডিসপ্লে বোর্ড। প্রযুক্তিগতভাবে রেকগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে রেইনওয়াটার চ্যানেল, স্টেইনলেস স্টিলের রংবিহীন বডি, উন্নত দরজার স্টপার এবং কম শক্তি খরচের ব্যবস্থা। নিরাপত্তার দিক থেকেও আছে ডিস্ক ব্রেক, স্ট্র্যাপযুক্ত ফায়ার এক্সটিংগুইশার, অ্যান্টি-স্কিড র‍্যাম্পসহ প্রশস্ত ইভাকুয়েশন দরজা। এই উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন রেকগুলি কলকাতা মেট্রোর যাত্রীদের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক ও সুরক্ষিত করে তুলবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের।

'১৬'-র জটেই হাওড়ায় ভোট অনিশ্চিত বিল পাশ হলেও সমস্যা কাটেনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ বছর পেরিয়ে গেলেও হাওড়া পুরসভায় ভোট এখনও অধরা। সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধনী) বিল, ২০২১'-এ সই করলেও, ভোট নিয়ে জট কাটছে না। সমস্যার কেন্দ্রে '১৬'-র জট।

পুরনো বিলে হাওড়ার ৫০টি ওয়ার্ডের উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে ওয়ার্ড সংখ্যা ৬৬। কারণ ২০২২ সালে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আসন পুনর্বিন্যাস করে নতুন ১৬টি ওয়ার্ড যুক্ত করেছে। কিন্তু যেই বিলে রাজ্যপালের সই, তাতে সেই নতুন ওয়ার্ডের কোনও উল্লেখ নেই। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এই বিল অনুযায়ী কি আদৌ নির্বাচন সম্ভব? ২০১৩-র নির্বাচনের পর বালিকে হাওড়ায় যুক্ত করে ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়েছিল। পরে ফের বালিকে আলাদা করে দেওয়া হয়। এই ঘনঘটায় হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা, সংরক্ষণ ও সীমা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে প্রশাসনের অন্দরেও। হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে আমরা কাজ করব।' তবে প্রশাসনের একাংশের মতে, হয় নতুন করে বিল আনতে হবে, নয়তো পুনর্বিন্যাস বাতিল করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০১৩-র পর হাওড়ায় আর কাউন্সিলর নেই। ফলে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে দীর্ঘদিন

ধরেই। বেলগাছিয়া ভাগাড় কাণ্ড তার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ। স্থানীয় বাসিন্দা অরিন্দম মুখোপাধ্যায় মজা করে বলেন, 'নাগরিক পরিষেবা পেতে যথেষ্টই অসুবিধা হচ্ছে, হয়তো এবার দ্রুত নির্বাচন হবে।' যদিও হাওড়ায় এখনই নির্বাচন হবে কিনা, তা নিয়ে নিশ্চিত কোনও বার্তা এল না সরকারের দিক থেকেও। হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনও জটিলতা রয়েছে এবং ভোট না হওয়ার কারণে নাগরিক পরিষেবা দিতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য সরকার নির্বাচন করানোর ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক। এটা সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিষয়। যদিও এখন একজনের মাধ্যমে গোটা হাওড়ার পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি যথেষ্টই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমিও চাই দ্রুত নির্বাচন হোক। তাই দেখা যাক, কী হয়!'

অন্য দিকে, গেরুয়া শিবির এই জটের জন্য রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত হীনতাকেই দায়ী করছে। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, 'হাওড়াতে দীর্ঘ ছয় বছর কোনও নির্বাচন হয় নি। নাগরিক পরিষেবার দুর্গতি চরমে। এরই মধ্যে যে ভাবে বেআইনি উপায়ে দিলিমিটেশণের কাজ করা হয়েছে, তাতে হাওড়াবাসীর সঙ্গে প্রশাসন ছেলেখেলা করেছে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচন করা সম্ভব নয়।' এখন প্রশ্ন, নতুন বিল কবে আসবে? নাকি পুরনো বিলেই কিছু আপস করে ভোট হবে? সব কিছুর উত্তর সময়ই দেবে। তবে আপাতত হাওড়ার নাগরিকরা ভোটের আশায় দিন গুনছেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৫ মে ২০২৫, ২১ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

জফরাবাদে খুন বাবা-ছেলের পরিবারকে 'পুলিশি হেনস্থা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: জফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের পরিবারের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার সল্টলেকে এসে পুলিশ হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ নিহতদের পরিবারের সদস্যদের। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে বিজেপি নেতারা। যদিও, পুলিশের দাবি, অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই তদন্তেই তাঁরা এসেছিলেন। এদিকে, পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ তুলে সল্টলেকেরও আশ্রয়স্থল ছেড়েছেন নিহতের পরিবার। বর্তমানে তাঁরা পৌঁছেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবনে।

জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহ আগে জফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের পরিবার এসে উপস্থিত হন সল্টলেকে। সেখানেই তাঁরা থাকছিলেন। এরপর রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদ থেকে একদল পুলিশ আসেন সল্টলেকের সেই আশ্রয়স্থলে বলে দাবি। তারপর তাঁরা শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু নিহতের পরিবার তাতে রাজি হয়নি। অভিযোগ, এরপর পুলিশ জোর পূর্বক বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শঙ্খুদেব পণ্ডা, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, সজল ঘোষ-সহ বিজেপির প্রতিনিধি দল। তাঁদের সঙ্গে প্রবল বচসা হয় পুলিশের। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানা যাচ্ছে, নিহতের পরিবারেরই কোনও এক সদস্য থানায় 'কিডন্যাপিং'-এর অভিযোগ করেছিলেন। সেই তদন্তে নেমেই সল্টলেকে এসেছিলেন তাঁরা।

যে বাড়িতে শরণার্থীরা থাকছিলেন, সেই বাড়ির মালিক বলেন, 'মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুন হওয়া পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আজ পুলিশের যে আচরণ দেখলাম, তাতে তারা তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীকেও হার মানাবে। দরজায় লাথি মেরে ভিতরে ঢুকেছে। ওদের কাছে কোনও কাগজ নেই।' বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, 'যে সময় খুন হয়েছিলেন সেই সময় পুলিশ আসেনি। আর এখন ১৫০ কিমি অতিক্রম করে ঠিক চলে এল? আমরা তো দেখব কোন অভিযোগ দায়ের হয়েছে।'

এবার বিধাননগরেও রুফটপ রেস্তরাঁ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পর বিধাননগর। ছাদের উপর রেস্তরাঁ বন্ধ করতে এবার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে বিধাননগর পুরনিগমও। এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে। কোন ওয়ার্ডে কত ছাদ রেস্তরাঁ, বার, ক্যাফে রয়েছে কাউন্সিলরদের কাছ থেকে তার তালিকা চেয়েছেন মেয়র। তারপর তালিকা যাবে পুলিশের কাছে। এ প্রসঙ্গে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ছাদের উপর রেস্তোরা বন্ধ করতে পুরসভার ৪১ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের বলা হয়েছে তালিকা তৈরি করতে। সেই তালিকা সংশ্লিষ্ট থানার তুলে দেওয়া হবে। এর পর পুলিশ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পথে হাঁটবে। বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মন্ত্রীর নির্দেশমতোই ছাদ রেস্তরাঁ বন্ধের পথে হাঁটছে পুরসভা।

উল্লেখ্য, বড়বাজারের মেছুয়ার হোটেলে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নির্দেশ দেন শহরের কোনও ছাদ আটকে ব্যবসা করা যাবে না। রাজ্যের পুরমন্ত্রী বা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও শুক্রবার বলেন ছাদ, সিঁড়ি আটকে ব্যবসা করা যাবে না। কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনারও সার্কুলার জারি করেন এই মর্মে। আর তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুর বিল্ডিং ও থানাগুলি গোটা শহরজুড়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে কলকাতার ৮৩টি বহুতলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে ছাদে টিনের শেড থার্মোকলের ছাউনির মধ্যে বাতানুকুল যন্ত্র চালিয়ে রেস্তোঁরা বার চালানো হত। দিনের পর দিন এই ঘটনা চলছে। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে হয় গ্যাস সিলিন্ডার অথবা জলের জার। অথবা টাঁই করা প্লাস্টিক। এমন জায়গায় আগুন লাগলে বিপদ আরও বাড়বে। শনিবার অবশেষে সেই ছাদ রেস্তরাঁ, বার, ক্যাফেগুলি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই বিধাননগর পুরনিগমও একই পথে হাঁটল।

রুফটপ ক্যাফে অভিযানে 'বাধা', ফিরলেন পুর কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ডের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দিয়েছিলেন, শহরের যাবতীয় 'রুফটপ' ক্যাফে বন্ধ করতে হবে। ফায়ার ব্রিগেড বিভিন্ন রেস্তরাঁ সরেজমিনে পরিদর্শনের পর শনিবার সন্ধেবেলা দক্ষিণ কলকাতায় 'হোয়াটস আপ ক্যাফে' ভাঙতে যায় কলকাতা পুরসভার একটি দল। রবীন্দ্র সরোবর থানার অন্তর্গত সাদার্ন এভিনিউয়ের এই ক্যাফের সঙ্গে প্রায় ৮০ জন কর্মীর রুটি-রুজি জড়িয়ে রয়েছে। সেই কথা বলে পুরসভার কর্মীদের বাধা দেওয়া হয়। ক্যাফের মালিকের সঙ্গে বিস্তর ঝামেলা হওয়ার পর বাধ্য হয়ে পুরসভার ওই দল এবং পুলিশ বাহিনী ফিরে যায়।

শুক্রবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দিয়েছিলেন শহরের সমস্ত 'রুফটপ' রেস্তরাঁ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। শহরে কতগুলি 'রুফটপ' রেস্তরাঁ রয়েছে, তার বিস্তারিত তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছিল কলকাতা পুলিশের কাছে। সেই মতো শনিবার বিকেলে ৮৩টি রেস্তরাঁকে চিহ্নিত করে নাম পাঠানো হয়। সেই তালিকায় ৭৫ নম্বরে নাম ছিল বহু পরিচিত এই হোয়াটস আপ ক্যাফেরও। ঘটনা হল, বড়বাজারের মেছুয়া এলাকার ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে শহরের ছাদনির্ভর রেস্তরাঁগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে মেয়র সাফ জানিয়েছেন, 'ছাদ কমন এলাকা। নীচের জায়গা যেমন কেউ বিক্রি করতে পারেন না, তেমন ছাদও বিক্রি করা যায় না।' সেই মতো বেশ কিছু নোটিফিকেশনও ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে। সেই সমস্ত নির্দেশিকার মধ্যেই বলা হয়েছে, রেস্তরাঁ নির্মাণের জন্য ছাদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'রুফটপ' রেস্তরাঁগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিরহাদ শুক্রবার বলেন, 'যে সব রেস্তরাঁ ছাদে চালু রয়েছে, সেগুলি বন্ধ করতে হবে। নীচে আগুন লাগলে মানুষ যাতে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন, সেই পথ খোলা রাখতেই এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারপ্রাইজ ভিজিটের পর রাতারাতি পার্কস্ট্রিটের ম্যাগমা হাউজের ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং আইনের ৪০০(৮) ধারায় ওই বিল্ডিং আগেই বেআইনি নির্মাণ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার নজরে হোয়াটস আপ ক্যাফে।

মাধ্যমিকের রিভিউ ও স্ক্রুটিনির শেষ দিন ১৭ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন থাকলে এখনও রয়েছে সংশোধনের সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার রিভিউ ও স্ক্রুটিনির জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে আগামী ১৭ মে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরা রিভিউ ও স্ক্রুটিনি উভয় প্রক্রিয়াতেই আবেদন করতে পারবেন। তবে অকৃতকার্যদের জন্য শুধুমাত্র রিভিউয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবেদন করতে হবে www.wbbsedata.com ওয়েবসাইটে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। প্রতি বিষয়ে রিভিউয়ের ফি ১০০ টাকা এবং স্ক্রুটিনির জন্য ৮০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আবেদন করতে লাগবে মার্কশিটের স্ক্যান কপি এবং ব্যক্তিগত তথ্য। এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৫৬ শতাংশ। যদিও ছাত্রদের পাশের হার ৮৯.১৯ শতাংশ হলেও ছাত্রীদের হার ৮৪.৩৯ শতাংশে ঠেকেছে। প্রথম দশে রয়েছে ৬৬ জন, তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছাত্র। অদ্রিত নামের এক ছাত্র উঠে এসেছে মেধাতালিকার শীর্ষে। ফলে যদি বিভ্রান্তি থাকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

দিলীপ ঘোষ-বিষয়ক প্রতিক্রিয়ায় সংযত থাকার নির্দেশ বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে হাসিমুখে বসে দিলীপ ঘোষ! দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিন সস্ত্রীক সেখানে যেতেই কার্যত 'আগুন' লেগে যায় বঙ্গ বিজেপি শিবিরের অন্দরে। কেউ বলেছেন 'নির্লজ্জ' কেউ বা আবার বলেছেন 'ভোগী'। দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ করতেও পিছু পা হননি দলেরই একাংশ নেতারা। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ থেকে শুরু করে এক যোগে সব বিজেপি নেতাদের একাংশ কেউ নাম করে, কেউ বা নাম না করে আক্রমণ করেছিলেন প্রাক্তন এই সাংসদকে। এমন আবহের মধ্যে এবার বঙ্গ বিজেপি-র তরফে সব স্তরের নেতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হল বার্তা।

গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, দলের বিভিন্ন স্তরে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, দিলীপ ঘোষ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সংযত থাকতে হবে। যদি এড়িয়ে যাওয়া যায় তাহলে সব থেকে ভাল। আর একান্তই যদি প্রতিক্রিয়া দেওয়ার দরকার হয়, তাহলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অথবা রাজ্যের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য মন্তব্য করবেন। এ দিকে, শনিবারই দিলীপ ইস্যুতে 'চ্যাপটার ক্লোজ' বলে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল সৌমিত্র খাঁ-কে।

গতকাল সাংবাদিক বৈঠকে শমীক বললেন, 'যে যাঁর মনের মতো লিখতে পারে না। তাই দল যেটা করার সেটা করবে। বিজেপি সংঘবদ্ধভাবেই ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে সরিয়ে দেবে। কয়েকটা ফেসবুকের পোস্ট দেখে আর যাঁরা জয় জগন্নাথ দেখে হাত তুলে নৃত্য করছেন, ভাবছেন বিজেপি অন্তর্কলহে দীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ভুল করছে। একটু অপেক্ষা করুন। পরিস্থিতি বদলে যাবে। যা হচ্ছে এটা নিন্দনীয়। প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। সে যত বড় নেতাই হোক না কেন। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

পুরীর রীতির অবমাননার অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার' প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওড়িশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দনের তদন্তমূলক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তির লজ্জাজনক কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি।' তিনি আরও বলেন, 'নবকলেবর রীতির পবিত্র নিমকাঠের অতিরিক্ত অংশের অপব্যবহার এবং কিছু সেবায়েতের বিতর্কিত ভূমিকা জগন্নাথ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি সরাসরি অসম্মান।' এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'সরকারি নথিতে 'জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার' লেখা হলেও, প্রচারে একে জগন্নাথ মন্দির হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এটা ভক্তদের প্রতারণা করে তাঁদের বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর চেষ্টা।' তাঁর মতে, 'ধাম' শব্দটির গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে এবং এটি ব্যবহার করার আগে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট বোঝা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, 'পুরীর জগন্নাথ ধাম ভারতের চার ধামের অন্যতম, যার শতাব্দীপ্রাচীন রীতি ও দৈতাপতি সেবায়েতদের ভূমিকা অন্যত্র অনুকরণ করে তৈরি করা যায় না।' তিনি দৈতাপতি নিয়োগের সম্পাদক রামকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র ও রাধারমণ দাসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ রাস্তাই চলাচলের পক্ষে অযোগ্য। তবে বড়া মোড় থেকে কালিতলা পর্যন্ত রাস্তাটি একেবারে বেহাল দশায় পরিণত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। অথচ রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গ্রামের বাসিন্দারা ব্যস্ততম নৈহাটি-হাবড়া রোডের বড়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের জেরে শিল্পাঞ্চলের এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। একঘণ্টা অবরোধ চলার পর শিবদাসপুর থানার পুলিশ এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বুলবুল ঘোষ বলেন, 'বড়া মোড় থেকে কালিতলা পর্যন্ত রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা। বেহাল নিকাশির কারণে বর্ষার সময় রাস্তায় কোমড় সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। জল জমার কারণে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারে না।' অপরদিকে স্থানীয় তরুণী রিনি সেন বলেন, 'বহু বছর ধরে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি ছাড়াই স্থানীয় একটি পুকুরের জল রাস্তায় এসে জমে।' তাঁর অভিযোগ, বর্ষাকালে কোথাও একহাঁটু, আবার কোথাও কোমড় সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। তবুও উদাসীন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

বেহালায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার রবিবার বিকেলে বেহালার জেমস লং সরণির আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। চারতলার একটি ফ্ল্যাটের জানলা থেকে গলগল করে বের হতে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। কালো ধোঁয়ায় মুড়ে যায় চারপাশ। কোনওক্রমে আবাসন থেকে বেরনোর চেষ্টায় করতে শুরু করেন বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। এদিকে ওই আবাসনের পাশেই ছিল একাধিক ফ্ল্যাট। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল আতঙ্ক ছড়ায় তাঁদের মধ্যেও।

বেহালার জেমস লং সরণির আবাসনটি চারতলা। রবিবার দুপুরে আচমকা বহুতলের চারতলার একটি ফ্ল্যাটের জানলা ও ব্যালকনি থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই ছড়িয়ে যায় আগুন। ওই ফ্ল্যাটের জানলা থেকে লেলিহান শিখা নজরে পড়ে। প্রাণ হাতে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এরপর দমকল আধিকারিকরা পৌঁছে গোটা আবাসন ফাঁকা করে আগুন আয়ত্তে আনার কাজে হাত লাগান। তবে একটিমাত্র সিঁড়ি হওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয় তাঁদের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দমকলের ৩ ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগুনের উৎসস্থল রান্নাঘর। দমকল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনই গোটা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। গোটা ঘটনায় প্রবল আতঙ্কে বাসিন্দারা। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর মেলেনি। তবুও বিস্তৃত তদন্তে নামছে দমকল। আবাসনের বাসিন্দারা আপাতত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। আগুনের তীব্রতায় একাধিক ফ্ল্যাটে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও বিস্তারিত হিসেব এখনও পরিষ্কার নয়।

স্কুলে ফিরতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ডেপুটেশন চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে ফিরতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন ২০১৬ ইউনাইটেড টিচিং ও নন টিচিং ফোরামের শিক্ষক-শিক্ষা-শিক্ষাকর্মীদের একটি প্রতিনিধি দল। সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও বাড়িতে ছিলেন না। তাই তাঁরা এক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়ে আসেন। এসএসসি-র ওএমআরে গলদ থাকায় 'যোগ্যদের' তালিকা থেকে আগেই বাদ গিয়েছে নাম। সেই নিয়ে তালিকায় নাম না থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা সেই নিয়ে দফায় দফায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। পরে স্কুলে ফিরতে চেয়ে হাজরা মোড়ে আন্দোলন শুরু করেন 'অযোগ্যরা'। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনও জমা দিতে আচমকা কালীঘাট অভিযান করেন তাঁরা। যদিও পুলিশি বাধায় তাঁরা হাজড়া মোড়েই অবস্থানে বসে পড়েছিলেন। কেউ কেউ পুলিশের গার্ডরেল ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ ধস্তাধস্তিও হয় তাঁদের। তখন বেশ কয়েকজন চাকরিহারাকে আটক করে পুলিশের ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে ডিসি নর্থের কাছে সে সেদিনই ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলেন তাঁরা। সোমবার ফের নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন সংগঠনের বেশ কয়জন প্রতিনিধি। এদিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় এক আধিকারিকের হাতে ডেপুটেশন জমা দেন তাঁরা। চাকরিহারাদের দাবি, যেখানে আদালতে ওএমআরে কারচুপির বিষয়টি এখনও প্রমাণিত হয়নি, সেখানে এসএসসি কী করে তাঁদের 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়ে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে। যোগ্যদের তালিকায় তাঁদেরও রাখা হোক। এবং গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের যেমন ২৫ হাজার-২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যেও যেন কোনও রকম যোগ্য-অযোগ্য বিভাজন না রাখা হয়, সেই আবেদনও জানিয়েছেন তাঁরা।

দিঘা 'জগন্নাথ ধাম' বিতর্কে দিলীপের পাশে খগেন, বিকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষের পর দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করলেন মালদার দু'বারের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। দিঘায় জগন্নাথধাম দর্শনে গিয়ে দিলীপ ঘোষ যে অন্যায় করেননি তা জানিয়ে মালদার সাংসদ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মন্দির করেছেন সাধুবাদ জানাচ্ছি। জগন্নাথ মন্দির করা মানে সারা বিশ্ব থেকে মানুষ আসবেন। বিদেশি পর্যটকরা আসবেন দিঘায় জগন্নাথ দর্শনে। পর্যটন বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে। এতো খুব ভালো। সারা বাংলা ও দেশের মানুষ জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ পাবেন। আর দিঘায় গেলে আমিও জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ নিতে যাব।' খগেন মুর্মুর পাশাপাশি সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যও দিলীপের সমর্থনে সওয়াল করেছেন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি যে হাজির হবেন সেকথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন বিকাশ।

দিলীপ ঘোষকে নিয়ে ঘরে-বাইরে আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে বঙ্গ বিজেপির শাসকগোষ্ঠীর একাংশ বিশেষ করে যারা দলবদলু। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা নেতারাই মূলত দিলীপের বিরুদ্ধে মুখ খুলে চলেছেন। দিঘায় গিয়ে দিলীপ ঘোষের জগন্নাথ মন্দির দর্শন নিয়ে বঙ্গ বিজেপি কিন্তু দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মন্দির দর্শনে গিয়ে দিলীপ ঘোষ যে অন্যায় করেননি, সেই মত পোষণ করেছেন দলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনি পাত্র, বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আর সর্বশেষ সাংসদ খগেন মুর্মু। আর দিলীপকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছেন দলবদলু বিজেপি সৌমিত্র খান, অর্জুন সিং-সহ আরও কয়েকজন।

অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে বিজেপির যাঁরা পোস্ট করছেন তাঁদের এদিন সতর্ক করে দিয়েছেন দলের রাজ্য মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের বক্তব্য, 'শুধু সৌমিত্র খাঁ নয়, আরও অনেকে পোস্ট করছেন। সেটা অনভিপ্রেত। সতর্ক থাকা উচিত সকলের। দল কঠোরভাবে নজর রাখছে। ব্যবস্থা নেবে। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য রাখা উচিত। দিলীপদা আমাদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, বিধায়ক ও সাংসদ ছিলেন। পরিসংখ্যানের হিসেবে সফলতম সভাপতিও ছিলেন। দিলীপ ঘোষ কী বলবেন সেটা দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।' এরপরই শমীকের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'প্রত্যেকের পোস্ট, আর তাঁদের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে দল জানে। দিলীপদাকে পার্টি কর্মীরা চেনে। দিলীপ ঘোষ, দিলীপ ঘোষই থাকবেন।' এদিকে, দলের মধ্যে তাঁর সমালোচকদের জবাব দিতে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করে দিলীপ ঘোষ এদিন বলেছেন, 'মোদিজি উদ্বোধন করলে মন্দির। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করলে মন্দির নয়। এ বিচার আমার নয়।' নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে অযোধ্যায় রামের মন্দির এবং দিঘায় মমতার উদ্যোগে জগন্নাথদেবের মন্দির, এই দুই ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন দিলীপ।

সম্পাদকীয়

ক্যাশলেশ লেনদেনের মতো ‘পেপারলেস’ হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে বিবর্তন ঘটেছে হাতের লেখারও

ক্রমশ কাগজ-কলমহীন হয়ে উঠছি আমরা। কবেই হারিয়ে ফেলেছি বুকপকেটের ডায়েরি ও কলম। এখন আর ও সব লাগে না, স্মার্টফোনই যথেষ্ট। বুকপকেটের সেই ডায়েরি কত কিছুর সাক্ষ্য বহন করত; কারও নাম-ঠিকানা, প্রতি দিনের কোনও না কোনও বিশেষ ঘটনা, পথ নির্দেশ, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি। যদিও সেই ডায়েরি আজও আছে, আছে কলমও। শুধু হারিয়ে গেছে লেখার ইচ্ছেটা। বলা ভাল, হাতে লেখার প্রয়োজন পড়ছে না। তবু ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিসে একটা সইয়ের বড় দরকার পড়ে। সেখানে তো অনলাইন সই-তে হবে না। অফিসারের সামনে সইটা জরুরি আর তখনই প্রয়োজন হয় কলমের। হঠাৎ প্রয়োজনে কলমের গুরুত্বটা বোঝা যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রায়শই দেখা যায় যাঁর সইয়ের দরকার তিনি ইতিউতি তাকাচ্ছেন। এক সময় কারও কাছ থেকে ধার করতে হয় কলমটি। ভাগ্যিস কোনও কোনও মানুষ এখনও সঙ্গে রাখেন এই বিশেষ বস্তুটি। এই প্রযুক্তির যুগে ইমেল, ওয়টস্যাপ; সবই কাগজ-কলমহীন। মোবাইল, ল্যাপটপ থেকে টাইপ করে মুহূর্তে হরেক তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ফর্ম ফিল-আপ থেকে পেমেন্ট; সব এখন অনলাইন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে লেখার প্রতি অনীহা। লেখার দরকার কী, জেরক্স করে নিলেই হল। তাতে সময় ও পরিশ্রম দুটোই বাঁচবে। ধৈর্য ধরে লেখার চলটা উঠেই যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ফলে, হাতের লেখাটা এখন আর জরুরি নয়। বড়দেরও আর ছোটদের বলতে শোনা যায় না হাতের লেখায় যত্নশীল হওয়ার জন্য; ‘ধরে ধরে সুন্দর হাতের লেখার প্রতি নজর দাও।’ ক্যাশলেশ লেনদেনের মতো ‘পেপারলেস’ হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে বিবর্তন ঘটেছে হাতের লেখারও। তবে কি হারিয়ে যাবে লেখার সৌন্দর্য ও শিল্প? কারও কারও লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে এক শিল্প সুষমা। লোকে বলে মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর, যা নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। আর সেই অভ্যাসটাই যদি না থাকে, তা হলে সুন্দর কি আর সুন্দর থাকে? আজও পুরনো দলিল দস্তাবেজ দেখলে বোঝা যায়, সে সময়ে লোকে হাতের লেখাকে কতটা গুরুত্ব দিতেন। সে দিন এখন অতীত।

শব্দবাণ-২৬৫

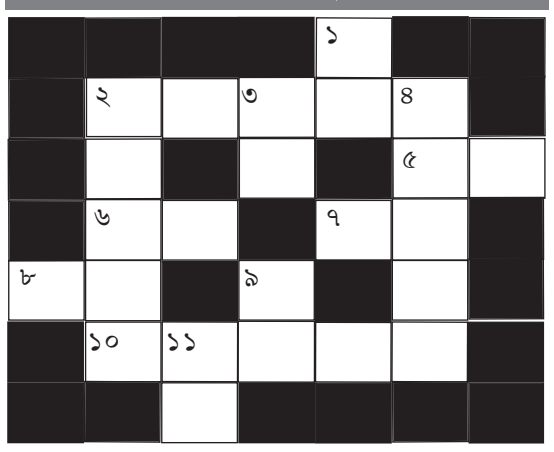

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. জোতজমিতে স্বত্বহীন প্রজা ৫. সম্পত্তি, ধন ৬. মাখানো ৭. উপাসনা, পূজা ৮. ভারতীয়দের খোলা মাঠের খেলাবিশেষ ১০. প্রকারভেদ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ভীমের অস্ত্র ২. পরোক্ষে নিন্দাকারী ৩. সতত, সর্বদা ৪. রবিবার ৯. শরীর, দেহ ১১. দয়া করে দেখাবেন না।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৪

পাশাপাশি: ১. দোহাই ৩. বিপুলা ৫. লাবণ ৬. রজনি ৭. মার্দব ৯. ভরসা ১১. শরণ ১২. নন্দাই।

উপর-নীচ: ১. দোশালা ২. ইরণ ৩. বিচার ৪. লাগানি ৭. মাদৃশ ৮. বরণ ৯. ভরন ১০. সামাই।

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্ঞানী জৈল সিং

১৯৩৪ বিশিষ্ট অভিনেত্রী চিত্রা সেনের জন্মদিন।
১৯১৬ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর লাল খাটারের জন্মদিন।

ভূস্বর্গ: আশঙ্কা ও আশা

সমৃদ্ধি দত্ত

ভূস্বর্গে ভূলুণ্ঠিত ভূপর্যটক। ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ যায় ছাব্বিশজনের। সংবাদে প্রকাশ বেছে বেছে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে বুলেটের পর বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁদের শরীর। কিন্তু উক্ত বাক্যত্রয়ীর বাক্যদ্বয়ই সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা এদিনের সন্ত্রাসী হামলায় শুধুমাত্র পর্যটকগণই ভূলুণ্ঠিত হননি। স্থানীয় একজন কাশ্মীরি মানুষ হারিয়েছেন প্রাণ। অন্য ধর্মের মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তিনি। এ সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যখন ধর্মীয় আকচাআকচি রাজনীতির হাওয়া গরম করছে, ঠিক তখনই ঝন্টু শেখের শহিদ হওয়া জাতীয়তাবোধের শেকড়কে দৃঢ় করেছে। অনেক হতাশার মধ্যেও এইদুটি মানুষ মরে প্রমাণ করলেন, তাঁরা মরেন নাই। তাঁরা অমর। দেশবাসী তাঁদের এই অমর কীর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসী হামলা পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা। টেলিভিশন মিডিয়ার সমান্তরালে প্রিন্ট মিডিয়ার ছত্রে ছত্রে পাহেলগাঁও বিভীষিকার ক্যানভাস। সবচেয়ে ব্যতিক্রমও। কারণ সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন কেবলমাত্র পুরুষরাই। অথচ সেখানে অসংখ্য নারী উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসী জঙ্গিরা এমনটা ইতিপূর্বে করেনি। স্বভাবতই তাদের এই আচরণের অভিসন্ধিটা কী? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অভিসন্ধি যাই থাক, ঘটনাটি যে নক্কারজনক তা আর বলতে। এই নক্কারজনক ঘটনার সংঘটন কতকগুলি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

প্রথমত, তারা কেবলমাত্র পুরুষদেরই কেন হত্যা করল? দ্বিতীয়ত, তারা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই কেন হত্যা করল? তৃতীয়ত, এই সন্ত্রাসী হামলায় স্থানীয়দের অভিব্যক্তি কী? চতুর্থত, কারা এই নক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত? পঞ্চমত, নিরাপত্তার ত্রুটি? ষষ্ঠত, দেশবাসীর অভীপ্সা?

এই ষড়জিজ্ঞাসার প্রথমটিতে জ্ঞাতব্যের পরিসর আছে পুরুষ হত্যার দক্ষযজ্ঞ। যাঁরা এ সন্ত্রাসী হামলার শিকার, যাঁরা নিকটাত্মীয়দের হারালেন, তাঁদের অনেকের মন্তব্যেই স্পষ্ট শুধুমাত্র পুরুষদেরই হত্যা করা হয়েছে। ভারত সরকার প্রদত্ত তালিকাতেই তার স্বীকৃতি। তবে প্রথম প্রশ্নটির চেয়ে দ্বিতীয়টিতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে দেশজুড়ে। কেন শুধু হিন্দুদেরই হত্যা? এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, নিহত ছাব্বিশজনের মধ্যে চব্বিশজন হিন্দু, একজন মুসলিম এবং একজন খ্রিস্টান। মধ্যপ্রদেশের সুশীল নাথানিয়েল হলেন সেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ। আর সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ হলেন সেই কাশ্মীরি মুসলিম ব্যক্তি যিনি পর্যটকদের প্রাণ বাঁচাতে নিহত হন। সন্ত্রাসী হামলার উত্তর মেলে হত্যালীলার পরিকল্পক ‘দ্য রেজিট্যান্স ফ্রন্ট’-এর প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে। যেখানে তারা জানায় ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রতিবাদে তথা অকাশ্মীরিদের বসবাস, চাকরি ও জনবিন্যাস পরিবর্তনের প্রতিবাদেই এই হত্যালীলা চালিয়েছে। যদিও পরবর্তীতে তারা এ দায় অস্বীকার করেছে। আসলে টিআরএফ বা ‘দ্য রেজিট্যান্স ফ্রন্ট’-এর জন্মই হয়েছিল ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতায়।

তৃতীয় প্রশ্নটি আরও গুরুতর। একইসাথে আশঙ্কা ও আশার। আশঙ্কার কথা এই যে, সংগঠনটি কাশ্মীরেরই। স্থানীয়রাই এর চাকা, তবে চালিকাশক্তি ‘জইশ’ বা ‘লস্কর-ই-তৈবা’। সংবাদে প্রকাশ টিআরএফ হলো ‘জইশ’-র ছায়া সংগঠন। যারা কাশ্মীরে সন্ত্রাসের ধারা বহাল তবিয়তে বয়ে নিয়ে চলে। তবে আশঙ্কার চেয়েও আশার বার্তাটি দৃষ্টান্তের। এ যেন অচেনা কাশ্মীর। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর দেশজুড়ে যখন প্রতিশোধের অগ্নিবীণা বাজছে তখন এই প্রথম ধর্ম-বর্ণ-দলমত নির্বিশেষে জম্মু-কাশ্মীরের আমজনতা জাতীয় কেতনতলে নেমে এসেছেন রাজপথে। অসঙ্কোচে নিন্দা জানাচ্ছেন এ সন্ত্রাসী হামলার। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল প্রয়াসকে নিঃশর্তে সমর্থন করছেন। সেইসঙ্গে আহ্বান জানাচ্ছেন দেশের সহনাগরিকদের জম্মু-কাশ্মীরে আতিথ্য গ্রহণের। বলছেন বুকের রক্ত দিয়ে অতিথিদের আগলে রাখার কথাও। শুধু কথার কথাই নয়, হামলার দিনেই কাশ্মীরি যুবক তথা টাট্টু চালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। পর্যটকদের নির্বিচারে হত্যাকারীর মারণাস্ত্র ছিনিয়ে নিতে শূন্য করে সাহসের পাখায় ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়েন সন্ত্রাসীর ওপর। কিন্তু আদিলের আবেগ পরাভূত হয় বাস্তবতার পরাকাষ্ঠায়। অথচ তিনি চাইলেই স্বীয় প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। বরং ভিন্ন ধর্মের পর্যটকদের প্রাণ বাঁচাতে দিয়েছেন আত্মবলিদান। তাঁর পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা। একমাত্র রোজগেরে ছেলের মৃত্যুর পরেও পিতার আকুতি তাঁরা অতিথিদের আগলে রাখবেন। এই তো আশার বাণী। শুধু সৈয়দ আদিল হুসেনই নন, আরও এক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায় এক কাশ্মীরি মানুষ গুলিবিদ্ধ পর্যটককে পিঠে নিয়ে ছুটে চলেছেন নিরাপদ স্থানে চিকিৎসার লক্ষ্যে। একদল মানুষ ঘটনার পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসেছেন উদ্ধারকার্যে। একদল গাড়িচালক ফ্রি সার্ভিস দিয়েছেন। পর্যটকদের সাহায্যার্থে স্থানীয়দের সম্পৃক্তি আশাপ্রদ।

জম্মু-কাশ্মীরে জুম্মাবারে জামি মসজিদে জুম্মা আদায়ের পূর্বে নীরবতা পালন করে শোকজ্ঞাপন করেছেন স্থানীয়রা। তবে এক বিশেষ অধিবেশন ডেকে পহেলগাঁও হামলার নিন্দা প্রস্তাব পাশ করেছেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননীয় ওমর আবদুল্লা মহাশয়। সেখানকার পর্যটনমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি যে বক্তব্য এদিন পেশ করেন, তা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রচনা করেছে শ্লাঘনীয় অধ্যায়। ধর্ম-রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, যে শারীরিক ভাষায়, যে নৈতিক কর্তব্যে প্রকৃত রাজনেতার ভূমিকা পালন করেছেন তা বিস্ময়কর। ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতাই যখন পাহাড়ি রাজনীতির মূলমন্ত্র, তখন জাতীয়তাবোধের তাড়নায় মূলমন্ত্র ভুলে তিনি দেশপ্রেমের বন্যা ছোটালেন। স্বভাবতই আশার বাঁধ দৃঢ় হচ্ছে ক্রমশই। পহেলগাঁও হামলা একদিকে যেমন সন্ত্রাসের বাতাবরণ প্রস্তুত করেছে, অন্যদিকে তেমনই দেশবাসীকে শিখিয়েছে আরও বেঁধে বেঁধে থাকার পাঠ।

চতুর্থটির উত্তর আকারে-ইঙ্গিতে প্রথম ও দ্বিতীয়েই লিপিবদ্ধ। এই নক্কারজনক ঘটনার দায় স্বীকার করেছে ‘দ্য রেজিট্যান্স ফ্রন্ট’। অবশ্য বিশ্বজোড়া নিন্দার ফলশ্রুতিতে তারা পিছু হটে এবং হত্যালীলার দায় অস্বীকার করে। সংবাদে প্রকাশ পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা চালায় পাঁচজন। যার মধ্যে তিনজনের স্কেচ

প্রকাশ হয়। যেখানে দাবী করা হয় স্থানীয়দের কেউ কেউ এ নিন্দনীয় ঘটনার সাথে জড়িত। কেউ কেউ আবার পড়শিদেশের বাসিন্দা। সংবাদ সূত্রে জানা যায় পি.ও.কে’তে বসে এই হামলার ছক কষে এল.ই.টি। যার অন্যতম অপারেটর পড়শিদেশের প্রাক্তন এস.এস.জি কমান্ডার।

পঞ্চম প্রশ্নটি নিয়ে পঞ্চমসুরে মাঠে নেমেছেন বহু মানুষ। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার নামমাত্র নিন্দা করেই তাঁরা ঢুকে পড়ছেন নিরাপত্তাহীনতার উত্তাপে। বর্তমান কলমকার তাঁদের তোলা প্রশ্নবাণেও সহমত পোষণ করে। প্রশ্নটি নিরাপত্তার। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় নিরাপত্তাহীনতার কথা। ভারতে কমবেশি ১৫ লক্ষ সেনা আছেন। যার মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরেই থাকেন ৫-৬ লক্ষ। বিশেষ কারণে সংখ্যাটি পরিবর্তনও হয়। অবশ্য সেনার বাইরেও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির

পুলিশবাহিনী বর্তমান। স্বভাবতই অঞ্চল পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও এই নৃশংস হত্যালীলা সংঘটনে নিরাপত্তার প্রশ্নটি জরুরিই বটে। সন্ত্রাসস্থলের সাত কিলোমিটারের মধ্যেই সেনাক্যাম্প। গোয়েন্দাবিভাগ গুরুদায়িত্ব পালনে কি অপারগ? এই তো প্রথম নয়, ভূস্বর্গে আকছার ঘটে সন্ত্রাসী হামলা। হামলার পূর্বেই কেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হামলাকারীদের পরিকল্পনায় ঢেলে দেন না জল।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার যশোবর্ধন আজাদ বলেন, ‘আমরা যে তথ্য পাচ্ছি, এই সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য ছিল। তারপরও সন্ত্রাসীরা তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করে ফেলতে পারল , এটা এমন একটা বিষয়, যার সঠিক বিশ্লেষণ করা দরকার এবং এর থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।’ সেকারণেই কি পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার অনতিকালেই সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা গেছে? যদি এমনটা হয়েই থাকে তবে তা আটকানো গেল না কেন? অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেজেএস ধিলোঁ তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর শ্রীনগর-ভিত্তিক ১৫ কোরের প্রাক্তন কম্যান্ডার এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আপাতত আমি এটাই বলব, হ্যাঁ, কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গতিশীল বা ডায়নামিক পদ্ধতিতে কাজ করে। সেটার নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে দেখেছি, বৈসরন উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো উপস্থিতি ছিল না। যে এলাকায় এত পর্যটকদের ভিড়, সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী থাকা উচিত ছিল।’

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ঘটনার কুড়ি মিনিট পরে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী পৌঁছয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ও নৃশংসতায় সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্র সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি স্বীকার করেছেন বলেই জানাচ্ছেন কংগ্রেসের ৮১তম সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মহাশয়। ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননীয় ওমর আবদুল্লা মহাশয়ও। অর্থাৎ নিরাপত্তার ত্রুটিও পহেলগাঁও হামলার একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী নেই বলেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর মানসিকতাকে ধিক্কার জানাবেন না?

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তিনদশক ধরে চলমান। অথচ স্বাধীনতার কাল থেকেই জম্মু-কাশ্মীর বিশেষ সুবিধের ধারক। কিন্তু তাতেও খুব দ্রুত পালটে যেতে থাকে সেখানকার জনবিন্যাস। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি ঘটায়। সাথে সাথে ভৌগোলিক বিভাজনে লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীরকে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তর করে। ‘জম্মু-কাশ্মীর সন্ত্রাসমুক্ত’ এমন কথাও কেউ কেউ বলা শুরু করেছিলেন। পাঁচবছর পর, জম্মু-কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় নির্বাচন সংঘটিত হয়, এবং ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু একবছর কাটতে না কাটতেই পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা ‘জম্মু-কাশ্মীর সন্ত্রাসমুক্ত’র দাবীকে নস্যাৎ করে দিল। স্থানীয়রাও এই হামলায় পড়শিদেশের মদত দেখছেন। এই ঘটনায় কে বা কারা জয়ী হলো কিংবা কে বা কারা পরাজিত ; তারচেয়েও বড়ো কথা মানবতা হেরে গেল। রাজনীতির গনগনে আগুনে আর কতদিন পুড়বে মানুষ?

ষড়জিজ্ঞাসার ষড় জিজ্ঞাসাটিই সর্বাধিক চর্চিত। দেশব্যাপী মানুষ চাইছেন সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যাঘাত। উচ্চ প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ রণদামামা বাজাতে চাইছেন। সমাজ মাধ্যমে লিখছেন ‘ডাক পেলেই যুদ্ধে যাবেন’। কিন্তু যুদ্ধই কি চূড়ান্ত পরিণতি? তাহলে ‘যুদ্ধ নয় শান্তি চাই’ কি কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকাতেই সীমায়িত থাকবে? শুধুমাত্র ছাত্রপাঠের জন্যই এ প্রফুল্ল বচন, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না? প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব বাসভবনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সেনা প্রধানদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসেন। সংবাদে প্রকাশ, সে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানদের ‘সম্পূর্ণ স্বাধীনতা’ অর্পন করেন। স্বভাবতই যুদ্ধ এখন অনিবার্যতা। ওদিকে পড়শিদেশের লাগামহীন উসকানি তো আছেই। যুক্তিতে ভূলুণ্ঠিত হলেই শক্তির আস্ফালন ; এ তো চিরন্তনী গাথা। জনকল্যাণের পথ সুগম করতে, জাতীয় অক্ষুণ্ণতা ধরে রাখতে এবং বহির্ভূগোলের রপ্তানিকৃত সন্ত্রাস সমূলে উৎপাটনে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাটো করতে হবে। যাতে সে বেষ্টনী লঙ্ঘন করে কোনো অপরাধ সংঘটিত না হয়। কিংবা অপরাধ সংঘটনের পরে কোনো অপরাধী যেন সাধারণের মুক্ত পরিবেশে বিচরণের সুযোগ না পায়। তবে সে ক্ষেত্রেও আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ভেদরেখাটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র হলেই অপরাধপ্রবণতা হ্রস্বতার অবরোহনে যাত্রা করবে। আশাকরি সরকার সে দিকটিতে দৃষ্টি ফেরাবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের যৌথ প্রয়াসই ভারতকে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র বলয়ে আদৃত করতে পারবে। সবশেষে বলি, ভূস্বর্গ নিয়ে যেমন আশঙ্কার কালবৈশাখী মননবিশ্বের ভৌগোলিকতায় বিপর্যয় ঘনিয়ে আনছে, অন্যদিকে তেমনই আশার প্লাবনবাহিত পলিতে উর্বর হচ্ছে মানবজমিন। যে জমিনে উৎপন্ন মানবতায় পরিপুষ্টি ঘটবে মানবজাতির। শুধু কৃষিকাজে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। না হলে তা নিষ্ফলা পতিতই। কবি কথায়, ‘মন রে কৃষিকাজ জানো না/ এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা’। সহনাগরিকদের সাথে আপামর ভারতবাসী সোনা ফলিয়ে ক্ষান্ত হবেন বলেই বিশ্বাস।

মতামত: লেখকের নিজস্ব

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে স্বামী, ২ কন্যা-সহ ভারতে থাকছেন পাকিস্তানের নাগরিক ফাতেমা বিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ভারতে স্বামী ও দুই কন্যা সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছেন চন্দননগরের কুঠির মাঠ এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা বিবি (মল্লিক)। নাগরিকত্ব রয়েছে পাকিস্তানের তবে ভোট প্রয়োগ করে আসছেন ভারতে। তিনি যে ভারতীয় ভোটার তার প্রমাণ রয়েছে নির্বাচন কমিশনের লিস্টে। আর তার ভোটার হওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সে এই দেশের ভোটার কীভাবে হল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক দলগুলো।

উল্লেখ্য, শনিবার হুগলি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পাকিস্তানি এক মহিলাকে। আদতে রওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা ফাতেমা বিবি গত ৪৫ বছর ধরে চন্দননগর কুঠির মাঠ এলাকায় থাকেন। তাঁর স্বামী-সন্তানও এ দেশে রয়েছেন। আর তাঁকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে।

চন্দননগর পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগারওয়াল জানান, ৪৫ বছর আগে এই বিষয়টি খোঁজখবর করা উচিত ছিল। তাঁর কথায়, '১৯৮০ সালে আমাদের সরকার ছিল না যারা ছিল তারা বলতে পারবে, কীভাবে ভোটার লিস্টে নাম উঠল। যেহেতু উনি ৪৫ বছর ধরে এখানে সংসার করছেন তাই ট্রাইবুনালে মানবিক দিক থেকে এর মীমাংসা করা হবে। মহিলার কোনও অবৈধ কার্যকলাপ নেই, সেই দিক থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার বিবেচনা করবে। ১৯৮০ সালে যখন এসেছে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তারা বলতে পারবে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড কর্পোরেশনের কোনও বিষয় না এটা ভারত সরকার এবং নির্বাচন কমিশন বলতে পারবে।'

চন্দননগরের বিজেপি নেতা গোপাল চৌবের অবশ্য বক্তব্য, শুধু চন্দননগর না আশেপাশে উর্দিবাজার, চাঁপদানি, ভদ্রেশ্বর, বিলকুলিতে খুঁজলে অনেক পাক নাগরিক পাওয়া যাবে।

সিপিআইএম চন্দননগর কমিটির সম্পাদক ঐক্যতান দাশগুপ্ত বলেন, 'আমাদের দেশে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত একাধিক সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। এটা রাজ্যের কোনও বিষয় না। দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটা বড় গাফিলতি থেকে গিয়েছে, যা তারা অস্বীকার করতে পারেন না। নিজেদের গাফিলতি রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হয় না। রাজ্যকে নোটিফিকেশন দিলে সেই অনুযায়ী রাজ্য কাজ করে।'

শ্রীনগরে আটক এক পাক রেঞ্জার্স, এবার স্বামীর ফিরে আসার আশায় স্ত্রী রজনী সাউ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: গত ২৩ এপ্রিল পঞ্জাবের ফিরোজপুর সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কনস্টেবল পূর্ণম। তিনি হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা। শনিবার সকালে শ্রীনগরে এক পাক রেঞ্জার্সকে আটক করেছে বিএসএফ। আর এই আটকের খবর আশার আলো দেখছেন 'ভুল' করে পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে পাক রেঞ্জার্সের হাতে ধরা পড়া বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউয়ের পরিবার।

শনিবার পাক রেঞ্জার্সের সদস্য আটক হওয়ায়, এবার অন্তত পাকিস্তান এগিয়ে আসতে পারে বলে মনে করছেন পূর্ণমের স্ত্রী রজনী সাউ। রজনী অন্তঃসত্ত্বা। তার মধ্যেও স্বামীকে ফেরাতে সম্প্রতি পাঠানকোটে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিএসএফ-র সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। তিনি জানান, পূর্ণমকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সব রকম চেষ্টা চলছে বলে বিএসএফের তরফে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়। কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে বলা হয়।

পূর্ণমের পরিবারের বক্তব্য, পাকিস্তান রেঞ্জার্সের সদস্য বিএসএফের হাতে ধরা পড়ার পর, এবার হয়তো পূর্ণমকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে সেই দেশ। ১২ দিন ধরে পাকিস্তানে রয়েছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। জওয়ানকে ছাড়ানোর ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে বার বার ফ্ল্যাগ মিটিং করে ভারত। তবে তাঁকে ছাড়ার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি পাকিস্তান।

পূর্ণমের স্ত্রী জানিয়েছেন, ১২ দিন কেটে গেলেও তাঁদের কাছে কোনও খবর আসেনি। তবে বিএসএফের হাতে পাক রেঞ্জার্সের আটক হওয়ার খবর শুনে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন তিনি। রজনী মনে করছেন, এবার হয়তো নিজেদের দেশের সেনাকে ফেরাতে পূর্ণমকে ভারতে ফিরিয়ে দেবে পাকিস্তান। এর আগে ৭-৮ বার ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে যে কাজ হয়নি, নিজেদের স্বার্থে এবার হয়ত পাকিস্তান সাড়া দেবে। কারণ, এবার তাদের স্বার্থ রয়েছে। তবে কয়েক দিন অপেক্ষা করে প্রয়োজনে দিল্লি গিয়ে বিএসএফের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানান রজনী।

আউশগ্রামের সাহেবডাঙায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণে বাধা, হুমকির মুখে ঠিকাদার

প্রশাসনের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের ভাল্কী অঞ্চলের সাহেবডাঙা গ্রামে সরকারি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। আদিবাসী অধ্যুষিত ওই গ্রামে দ্বিতল ভবন নির্মাণের কাজ চলাকালীন ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় থমকে গিয়েছে কাজের গতি। লুৎফর মণ্ডল নামের ঠিকাদার সংস্থার এক কর্মী আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৩১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। ইতিমধ্যেই একতলার ছাদ ঢালাই শেষ। শনিবার রাতে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের কাজ বন্ধ করতে বলে, এমনকী রবিবার সকাল ১০টার মধ্যে প্রকল্প এলাকা ছেড়ে সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তা না হলে মারধরের ভয়ও দেখানো হয় বলে অভিযোগ। একটি ফোন কলের অডিও ক্লিপও ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে একজনকে

স্পষ্ট বলতে শোনা গিয়েছে, 'তোরা কাজ বন্ধ করে পালা।'

ঠিকাদার সংস্থার অভিযোগ, স্থানীয় মহল থেকে 'রফা'য় বসার প্রস্তাবও এসেছে। এতে ভীত হয়ে কর্মীরা প্রকল্প এলাকায় যেতে চাইছেন না। যদিও স্থানীয় বাসিন্দা স্বরূপ হেমব্রমের বক্তব্য, ঠিকাদারকে কাজের বৈধ নথি দেখাতে বলা হয়েছিল। যা তিনি দেখাতে পারেননি বলেই এই বিরোধ।

এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি প্রকল্পে বাধা সৃষ্টির মতো গুরুতর বিষয়ে পুলিশ এখনও কেন সক্রিয় হয়নি। এমন হুমকির ফলে আদিবাসী এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছনোর লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগে বড়সড় বাধা তৈরি হচ্ছে বলেই আশঙ্কা স্থানীয়দের। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস জানান, তিনি এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ পাননি। তবে অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি তুলেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

কারখানায় ইট, বালি, সিমেন্ট সাপ্লাই নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানার ভেতরে ইট বালি সিমেন্ট দেবে কারা, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর। কাঁকসার বিরুডিহা সংলগ্ন একটি বেসরকারি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে তৃণমূলেরই এক গোষ্ঠী সেখানে ইতিমধ্যে ইট বালি সিমেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূলের অপর এক গোষ্ঠী, তারাও দাবি করে তারাও ওই কারখানায় ইট বালি সিমেন্ট সাপ্লাই দেবে। গত কয়েকদিন আগে এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রবিবার সকাল থেকে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে কারখানা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ইতিমধ্যে ওই কারখানায় তৃণমূলের ওপর এক গোষ্ঠী সেখানে ইট বালি সিমেন্ট দিচ্ছে। কিন্তু বিরুডিহা গ্রামের বেকার যুবকরা কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। তারাও ওই কারখানায় বহুবার বিভিন্ন সামগ্রী সাপ্লাই দেওয়ার কথা জানালেও কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার টালবাহানা করে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তারা দলের উর্ধ্বতন নেতা-নেত্রীদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই যতক্ষণ না এই বিষয়ে তাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনও রকম মন্তব্য করতে চাইনি সংবাদমাধ্যমের কাছে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি

কারখানা কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে যাতে সমস্যার সমাধান হয় এই বিষয়ে সকলকে থানায় নিয়ে গিয়ে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

নজিরবিহীনভাবে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন এক দিনমজুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: জনপ্রতিনিধির পরিবর্তে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রবীণ দিনমজুর। নজিরবিহীন এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন উখরা পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। যাদের জন্য এই প্রকল্প তাদের হাত দিয়েই কাজের সূচনা হল বললেন জেলা পরিষদের সদস্যা।

শনিবার বিকেলে অন্ডাল ব্লকের উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শফিক নগর ও মাঝ পাড়াতে দুটি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হল। জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় শফিক নগরে ঢালায় রাস্তা ও মাঝ পাড়াতে হাইড্রেন হবে। শনিবার বিকেলে এই দুটি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উখরা পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, প্রাক্তন উপপ্রধান রাজু মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চন্দ্রানী মুখার্জি শওকত আলি সহ অন্যরা। শফিকনগরে ঢালায় রাস্তাটি নির্মাণের জন্য খরচ হবে ৭ লক্ষ ৮ হাজার ৮৯ টাকা। অন্যদিকে মাঝপাড়ায় রাস্তার পাশে হাইড্রেন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৭০৩ টাকা।

সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন অথবা শিলান্যাস হয় সাধারণত জনপ্রতিনিধিদের হাত দিয়ে। কিন্তু মাঝ পাড়ায়

হাইড্রেন নির্মাণের শিলান্যাসের ক্ষেত্রে ঘটল ব্যতিক্রম। নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করলেন পাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা নরেন বাউড়ি নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি। নরেন বাবু বলেন, দিনমজুরি করে সংসার চলে। আমার হাত দিয়ে সরকারি কাজের সূচনা হল এই সম্মান আগে কেউ কখনও দেয়নি। জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সরকারি প্রকল্পে উন্নয়নের কাজ সাধারণ মানুষের জন্য তাই কাজের সূচনা করা হল পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তির হাত দিয়ে। সব ক্ষেত্রে এমনটাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি কৃষ্ণা দেবী বলেন, মাঝ পাড়াতে (২০ নং সংসদ) নিকাশী নালা ছিল না। ফলে মূল রাস্তার উপর বর্ষার সময় নোংরা জল উপচে পড়ত। নালা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

বর্ষা এলেই ভাসে ভাসাপুল, স্থায়ী সেতুর দাবিতে সরব ভেদিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের ভেদিয়া অঞ্চলের পোগ্রাম ও তেঁতুল দ্বীপের সংযোগস্থলে থাকা ভাসাপুল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। বছর তিনেক আগে ভেঙে যাওয়া কংক্রিটের সেতুর স্থলে তৈরি অস্থায়ী হিউম পাইপ সেতু বর্ষা নামলেই কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বৃষ্টি হলেই ওই সেতু জলের তলায় চলে যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আশপাশের প্রায় ১০-১২টি গ্রামের মানুষ।

সেতুর অবস্থা এতটাই খারাপ যে, হিউম পাইপে বড় ফাটল তৈরি হয়ে যাওয়ায় যাত্রীবাহী বাস পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। বাসিন্দারা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ নাসিরুল জানান, 'বহুবার প্রশাসনের কাছে বলেছি, দিদিকে বলতেও জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এখন যেকোনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক সময়ে সেতু পরিদর্শন করেছেন জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা, সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তর ও আউশগ্রাম ২ ব্লকের ইঞ্জিনিয়াররা। গুসকরা সার্কেলের সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামসুল হক জানান, জায়গাটি তাঁদের দপ্তরের আওতায় না হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিষয়টি জানানো হবে।

ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস জানিয়েছেন, সেতু নির্মাণের কাজ যৌথভাবে করবে এসআরডিএ, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ এবং সেচ দপ্তর। তবে স্থানীয়দের আশঙ্কা, আশ্বাস মিললেও কাজের দেখা মেলে না। বর্ষা যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ভয়ের আশঙ্কা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ কংক্রিটের সেতু তৈরি করে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

পাকিস্তানিদের অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে হবে : সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ দেশের শান্তি নষ্টের চেষ্টা করছে পাকিস্তান, পহেলগাঁও-র ঘটনা যথেষ্ট নিন্দনীয়- বললেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। রবিবার দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, এদেশে থাকা সমস্ত পাকিস্তানিদের অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আসা মহিলাদেরও বাদ দিলে চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিলেও এরাজ্যের সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। সোমবার দলের পক্ষ থেকে এবিষয়ে তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন বলে তিনি জানান। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সুজিত অগস্থীর দাবি, এরাজ্যে বসবাসকারী পাকিস্তানের চিহ্নিতকরণের কাজ হয়নি। তাদের 'দুধেল গাই' আখ্যা দিয়ে সুজিত অগস্থীর দাবি, তারা প্রত্যেকেই তৃণমূলের ভোটার। এই অবস্থায় আগামীকাল নির্দিষ্ট দাবিতে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে তারা অবস্থান কর্মসূচি ও ডেপুটেশন দেবেন বলে তিনি জানান।

PADMALAYA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Regd. No.-76RTA/HHG,
Dated: - 06/04/2023

Plot no: AA-IIG/1718, New Town Padmalaya Co-operative Housing Society Ltd., intend to build one G+4 storied building on plot no. AA-IIG/1718, Premises no.-14-0880, New Town, Kolkata, North 24 Parganas, Barasat Sadar, Pin code-700161 for which the said society inviting the application and desires to appoint one bona-fide Architect (Consultant Firm) and one developer (Construction Firm) for building construction as per rules and regulations of Co-operative Society and HIDCO. Application with as an offer to be submitted to the e-mail (padmalaya3g1718@gmail.com) of under signed within 7 days from publication date.

Sd/-
Biplab Bhowmik
Secretary
Padmalaya Co-Operative Housing Society Ltd

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

SFDCL invites e-tender from eligible bidder against NIT's vide.No.SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/43(e) regarding "Supply of Guppy Fish at Urban Local Bodies, Development Authorities and Blocks under various districts of West Bengal for Financial Year 2025-26". Bid submission start & end date for the tender are 05.05.2025 & 27.05.2025 respectively. For details visit: wbtenders.gov.in

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-05 of 2025-2026 Dated. 02.05.2025
Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced electrical license holder Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Elect.), ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন : (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩ ফ্যাক্স : (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট

NO : 62/AD/25-26 তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫

টেন্ডার নোটিশ (১ম ডাক)
কন্ট্রোলার অব ফিনান্স, হাওড়া পৌর নিগম- ০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩১.০৩.২০৩০ (আর্থিক বর্ষ ২০২৫-২৬ থেকে আর্থিক বর্ষ ২০২৯-৩০) মেয়াদে এইচএমসিতে আয়কর কনসালট্যান্টস নিয়োগের জন্য সরকারি প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ কর/ এক বছরের মেয়াদে স্থানীয় স্বায়ত্ব সরকারি সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত কনসালট্যান্টদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্য বিস্তারিত পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ(অনলাইন) ১৩.০৫.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৬(২)/২৫-২৬
৩.৫.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

ফর্ম জি
স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
ফিল্ম প্রোডাকশন, স্টুডিও সেট আপ ইত্যাদি ব্যবসায় নিযুক্তকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড PAN : AACCL3789N CIN : L22219WB2012PLC188312
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	অফিস নং ১২, ব্লক এ৩, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন, প্রেমিসেস নং ১০৬ কাউস ঘাট রোড, শিবপুর, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৬, হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭১১১০২
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://spiceent.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	নেই
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে কর্পোরেট ডেটরের লেনদেনের পরিমাণ ২,১৭৩ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্পোরেট ডেটরের কোন কর্মী নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী, সংশ্লিষ্ট পরবর্তী প্রক্রিয়ার তারিখ পাওয়া যাবে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি-নিকট ইমেল পাঠিয়ে : ইমেল আইডি spicyentertainment.cirp@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি-নিকট ইমেল পাঠিয়ে : spicyentertainment.cirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২০.০৫.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৪.০৫.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৯.০৫.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৪.০৬.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদকারীগণের নিকট	০৪.০৬.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৪.০৭.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	spicyentertainment.cirp@gmail.com

- আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান এবং সময়সীমা উক্ত মতে সম্প্রসারণ সাপেক্ষ যেহেতু মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ সমীপে আরপি কর্তৃক সিওসি এর অনুরোধক্রমে আবেদন দাখিল করার জন্য।
- বিএসই নিকট তালিকাভুক্ত কর্পোরেট ডেটরের ইকুইটি শেয়ারসমূহ এবং বিএসই কর্পোরেট ডেটরের তালিকাবিমুক্ত করেছে। বিএসই-র তালিকাবিমুক্তির নির্দেশের বিরুদ্ধে কর্পোরেট ডেটর মাননীয় এসএটি এর নিকট আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে মাননীয় এসএটি নির্দেশ স্থগিত রেখেছেন।

তারিখ : ০৫.০৫.২০২৫
স্থান : মুম্বই
দীপক সারুপারিয়া
স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড এর প্রস্তাব পেশাদার বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00660/2017-2018/11689
চুক্তির অনুমোদনের বৈধতা ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল ৮(১)]
সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	খ) বহরমপুর শাখা বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বিপ্লব পাল (ঋণগ্রহীতা) এবং বিকেন্দ্র কুমার পাল (জামিনদার) খ) বহরমপুর শাখা	সাইদাবাদ মৌজায় অবস্থিত বিপ্লব কুমার পাল এবং বিকেন্দ্র কুমার পালের নামে কমবেশি ০.৫ ডেসিমেল পরিমাপের আবাসিক সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার প্লট নং আর.এস. ২০৩৬/৪৪১০ এবং এল.আর. ৪০২০, খতিয়ান নং এল.আর. ১৫১৬২, ১৫১৬০, ১৫১৬৩, জে.এল. নং ১০০ , থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ। **চৌহদ্দি:** উত্তরে- মানিক রায়ের বাড়ি, দক্ষিণে- সুলেখা সাহার বাড়ি, পূর্বে- পি.সি.সি.রোড, পশ্চিমে- তাপস সাহার বাড়ি দ্বারা।	ক) ২০.০১.২০২৫ খ) ০২.০৫.২০২৫ গ) ২,৭১,০৪১.৫০ টাকা (দুই লক্ষ একাত্তর হাজার একচল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১/১২/২০২৪ অনুযায়ী ও ৩১/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ তদুপরি আরও সুদ সহ।
২.	ক) মেসার্স জীবনদীপ হেলথ কেয়ার এবং শুভেন্দু ঘোষ পিতা- বিধান চন্দ্র ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) খ) বহরমপুর শাখা	মৌজা বহরমপুর, কাঁসারি বাজার, থানা-বহরমপুর টাউন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১০৩ অধীনে, জননী মিষ্টির দোকানের কাছে, হোল্ডিং নং ৮/৭/এ/৫ রাম বাবু লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, প্লট নং আরএস ১২৩৭, খতিয়ান নং ৯১৬, 'অঙ্কুর' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত এ-৫ শুভেন্দু ঘোষ পিতা- বিধান চন্দ্র ঘোষ (স্বত্বাধিকারী জীবন দীপ হেলথ কেয়ার)-এর নামে থাকা বাণিজ্যিক সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার পরিমাপ প্রায় কমবেশি ১৪০ বর্গফুট। মুর্শিদাবাদের এডিএসআর সদরের কার্যালয়ে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং আই ৫৩০৬ তারিখ-১৩-১১-২০০৪ । **চৌহদ্দি:** উত্তরে- সিকে ফার্মা, দক্ষিণে- কমন প্যাসেজ, পূর্বে- কমন প্যাসেজ এবং গোডাউন, পশ্চিমে- কমন প্যাসেজ এবং দুর্গা মেডিকেল দ্বারা।	ক) ১৩.১২.২০২৪ খ) ০২.০৫.২০২৫ গ) ১২,৪১,৭৬২.৫৩ টাকা (বারো লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ৩০/১১/২০২৪ অনুযায়ী ও ৩০/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ তদুপরি আরও সুদ সহ।
৩.	ক) নাসিমা খাতুন স্বামী- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং মহঃ জাহাঙ্গীর আলম পিতা- মরহুম মহঃ ইয়াসিন খ) বহরমপুর শাখা	মৌজা গড় বহরমপুর, জে.এল.নং ৯১ এ অবস্থিত বি+জি + ৫ তলা বিশিষ্ট ৫ তলা ভবনের ৫ম ফ্লোরে অবস্থিত ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার প্লট নং আর.এস. এবং এল.আর. ২০৪৩, খতিয়ান নং আর.এস.১১২০ এল.আর. ৫০৩৮, পরিমাপ- ১৯.০৩ ডেসিমেল, জমির ধরণ-ভিটি, এবং প্লট নং আর.এস. এবং এল.আর. ২০৮৩, খতিয়ান নং আর.এস. ৫১৫, এল.আর. ৫০৩৮, পরিমাপ ২.৪৪ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, হোল্ডিং নং ২৩, মহারাজা শিরীষ চন্দ্র রোড, ওয়ার্ড নং ১২, বহরমপুর পৌরসভার মধ্যে, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৪৬৩, সদর জেলা মুর্শিদাবাদের এডিএসআর-এ নিবন্ধিত ১) নাসিমা খাতুন স্বামী- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম- রায়পুর, থানা- নতুনপাড়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২১৬৫, ২) মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মরহুম মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- খড়গ্রাম, থানা- তালসুর, থানা- হরিশচন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫। চৌহদ্দি- উত্তরে- ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- কমন প্যাসেজ, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ৫/৪, পশ্চিমে- লিফট দ্বারা।	ক) ২৩.১২.২০২৪ খ) ০২.০৫.২০২৫ গ) ১০,৯৫,৪০৪.২৮ টাকা (দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো চার টাকা আঠাশ পয়সা মাত্র) ৩০/১১/২০২৪ অনুযায়ী ও ৩০/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ তদুপরি আরও সুদ সহ।

তারিখ: ০২.০৫.২০২৫
স্থান: বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১।
ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৯.০২.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুমিত মোদক পিতা- শ্রী সুজিত কুমার মোদক এবং শ্রীমতি ঐন্দ্রিলা পাল মোদক স্বামী- শ্রী সুমিত মোদক, ঠিকানা-ফ্ল্যাট নং- এমআর২১০৪ সিদ্ধা ইডেন লেক ভিলে, ২১তম ফ্লোর টাওয়ার - মেরিনা, টাইপ- ০৪ লেক ভিউ পার্ক রোড, বনহুগলি সি ব্লক, কলকাতা- ৭০০১০৮ এবং গ্লোবাল মোনারেচ- এফ.জেড.সি. বিএ-৭৪, ১ম ফ্লোর, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, পিএনবি ক্রসিংয়ের কাছে, কলকাতা- ৭০০০৬৪ এবং এছাড়া ও সাহা এন্টারপ্রাইজ, ১৬৮/১ সুভাষ নগর রোড, কলকাতা-৭০০০৬৫-** কে আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৩৬,৯৪,১১২.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো বারো টাকা মাত্র)** ০৯.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং তৎসহ হালনাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩৬,৯৪,১১২.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো বারো টাকা মাত্র)** ০৯.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
উত্তর-পশ্চিম দিকে চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪সি-র সকল, উক্ত মালিকানা ভবনের, যার এলাকা প্রায় ১০৯২ (এক হাজার বিরানব্বই) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা বা সামান্য কমবেশি, যার মধ্যে আছে ৩ (তিন) শয়নকক্ষ, ১ (এক) লিভিং / ডাইনিং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ২ (দুই) টয়লেট, ১ (এক) বারান্দা **'আত্রাই অ্যাপার্টমেন্ট'** নামে পরিচিত ভবনে এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং/অথবা সুবিধা সহ, অবিভক্ত, সীমানাযুক্ত, আনুপাতিক শেয়ার স্বার্থ এবং মালিকানা রয়েছে। পৌরসভার হোল্ডিং নং ৩৭৯, সুভাষ নগর রোড, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫, যা প্রেমিসেস নং ১৪৩, সুভাষ নগর রোড নামেও পরিচিত। জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রায় ৪ (চার) কাঠা, ১১ (এগারো) ছটাক জমির উপর অবস্থিত এবং মৌজা- দিগলা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৮১-এ অবস্থিত, যা সি.এস. দাগ নং ৬৬১-এ খতিয়ান নং ৬৫৭-এর অধীনে, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬৬১/৪০৬৯-এর সাথে সম্পর্কিত, এ.ডি.এস.আর.ও. কাসিপুর দমদমের মধ্যে অবস্থিত, এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সুবিধা অধিকার সহ।
বই -১, খণ্ড নং ১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা ৪৪৯৫৭ থেকে ৪৪৯৯৬ পর্যন্ত তে ২০২৩ সালের স্বত্ব দলিল নং- ১৫০৬০৯৩৯৫ দ্বারা নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা পাল মোদক স্বামী- শ্রী সুমিত মোদক এবং শ্রী সুমিত মোদক পিতা-শ্রী সুজিত কুমার মোদকের নামে আছে।
সম্পত্তিটির চৌহদ্দি: উত্তরে: ২৩ ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক, **দক্ষিণে:** শ্রী মনোজেন্দ্র নাথ হোড় এর বাড়ি, **পূর্বে:** ১৩ ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক, **পশ্চিমে:** শ্রী সত্যব্রত মুখার্জির বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৫
স্থান: কলকাতা,
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফের খড়গপুর আইআইটির পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে খড়গপুর আইআইটির এক পড়ুয়ার। রবিবার সকালে হস্টেলের ঘর থেকে মৃত ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত পড়ুয়ার নাম মহম্মদ আসিফ কামার। খড়গপুর আইআইটি থেকে গত ৪ মাসের মধ্যে ৩ জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

আইআইটি খড়গপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-র চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন মহম্মদ আসিফ কামার। আসিফ আইআইটি খড়গপুরের মদন মোহন মালব্য হলের এফডিএস ব্লকের ১৩৫ নম্বর রুমে থাকতেন। শনিবার রাত থেকেই আসিফের রুমের দরজা লাগানো ছিল। সহপাঠীরা বারবার দরজা খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হিজলি ফাঁড়ির পুলিশ রুমের দরজা ভেঙে আসিফের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। আসিফ বিহারের শিওহর জেলার গারাহিয়ার গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

মাত্র ১৫ দিন আগে, এপ্রিল মাসে একইভাবে আত্মঘাতী হন জগদীশচন্দ্র বসু হস্টেলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অনিকেত ওয়ালকর। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়ার বাসিন্দা এবং সমুদ্রবিদ্যা বিভাগের ছাত্র। তারও আগে, ২০২২ সালের অক্টোবরে তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র ফয়জান আহমেদের মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়। প্রথমে আত্মহত্যার প্রমাণ মিললেও দ্বিতীয় ময়নাতদন্তে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অজয়কুমার গুপ্ত জানান,গুলির চিহ্ন ও গলায় গভীর ক্ষত ছিল তাঁর দেহে। আদালতের নির্দেশে রুজু হয় খুনের মামলা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানান।

পরপর ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে দেশের অন্যতম এই নামী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। শুধু আত্মহত্যা বলেই দায় এড়িয়ে যাওয়া কি যথেষ্ট? মানসিক চাপে ছাত্রদের এমন পরিণতি, নাকি এর পিছনে রয়েছে চাপা থাকা ভয়ঙ্কর কোনও সত্য? খড়গপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষ এখনও এ নিয়ে মুখ খোলেনি। ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ ও ক্ষোভ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই পুলিশ এবং আইআইটি কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁর বিহারের গ্রামের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যরা রওনা দিয়েছেন খড়গপুরের উদ্দেশ্যে। ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের এক আধিকারিক।

আবাসের টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরি না হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি আরামবাগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও অনেকে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি। এই জন্য কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে আরামবাগ ব্লক প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের ব্লক প্রশাসন থেকে নোটিস পাঠানোর পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলিকেও রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা বাড়ি এখনও করেনি তাদের টাকা ফেরানোর বিষয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে আরামবাগ ব্লক প্রশাসন। জানা গেছে, আরামবাগ ব্লকের প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েতেই ছয় সাত জন করে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও বাড়ি করেনি। কিন্তু কেন বাড়ি তৈরি করেনি সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন। পাশাপাশি আরামবাগ ব্লক জুড়ে এই রকম উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় কিস্তিতেও প্রত্যেক উপভোক্তাকে ৬০ হাজার করে টাকা পাঠাবে সরকার। তাতে প্রায় ৭২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে সেই

বরাদ্দ দেওয়া হবে অন্তত যারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে, তবেই সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখার পরেই মিলবে দ্বিতীয় বরাদ্দ। এদিকে এই সরকারি প্রকল্পে জালিয়াতি ঠেকাতে শুরু থেকেই নানা রকম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। আসলে এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে একের পর এক অর্থ বেহাত হওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তাই সেই সব থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে প্রশাসন। আবাস প্রকল্পে ফিরিয়ে নেওয়া অর্থের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ডিডাক্ট রিকভারিজ হেড অফ অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিষয়টা যে বাধ্যতামূলক সেটাও স্পষ্ট করা হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কারা কারা বাড়ি করেনি সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য আমার হাতে আসেনি। তবে যারা বাড়ি করবে না তাদের আইনি নোটিস ও টাকা ফেরানোর নোটিস পাঠানো হচ্ছে। সবমিলিয়ে এখন দেখার আবাসের টাকা পেয়েও কেন বাড়ি তৈরি করেনি সেই বিষয়ে প্রশাসন তদন্ত করে কি পদক্ষেপ নেয়।

পাকিস্তানের অস্ত্রে ড্যাম পরে গেছে, মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: পাকিস্তানের অস্ত্রতে ড্যাম পড়ে গেছে, মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া ধর্মগুরু শান্তনু ঠাকুর। আরও দাবি পাকিস্তানিদের ধরে ধরে ফেরত পাঠানোর দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন শান্তনু ঠাকুরের। রবিবার বিজেপির ব্যানারে উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, বিবাহ ও অন্যান্য সূত্রে সাড়ে পাঁচ লক্ষর বেশি পাকিস্তানি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে। যারা ভারতের অর্থনৈতিক ও দেশের ক্ষতি করছে। এদের খুঁজে খুঁজে ধরে দেশে ফেরানো হোক। এই বিষয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন পাকিস্তানিদের চিহ্নিতকরণের সহযোগিতা করার জন্য এবং তিনি আরো বলেন, পহেলগাঁওতে জঙ্গি হানার প্রত্যাঘাট ভারত সরকার করবে বলেও জানান তিনি। এখনো কেন প্রত্যাঘাত নয় সে প্রশ্নের উত্তরের শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের মতামত অনুসারে দেশ চলে না। দেশ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে চারিদিকে ভেবেচিন্তে নিতে হয়। পাকিস্তানের পরামাণু শক্তির হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাকিস্তানের পরমাণু কতটা শক্তিধর তা নিয়ে আমার জানা নেই। আর ইউএনই এ বিষয়ে তাদেরকে অনুমতি দেবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন চিহ্ন আছে। একই সঙ্গে তার মন্তব্য পাকিস্তানের অস্ত্রপাতি ড্যাম পড়ে গেছে। দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শান্তনু ঠাকুর।

সিভিকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিখোঁজ থাকার পর পাটের গুদাম থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বসিরহাটে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী? নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে? তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা সরূপনগর থানার চারঘাট এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শুভেন্দু মণ্ডল (৩৫)। বাড়ি সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পশ্চিম পোলতাগ্রামে, সে দীর্ঘদিন চারঘাট তদন্ত কেন্দ্রের অধীনে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িতে না ফেরায় বাড়ির লোকেরা তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে রাত্রিবেলা চারঘাট বাজার এলাকায় একটি পাটের গোডাউনে তার ঝুলন্ত মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, উদ্ধার করে মৃতদেহ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের

জন্য বসিরহাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় মৃতের শ্বশুর গোপাল মণ্ডল বলেন, দীর্ঘদিন অভাবে চলছিল। দেনা হয়ে গিয়েছিল। অর্থ সংকটে ভুগছিল। কাউকে টাকা পয়সা দিতে পারছিল না। যার কারণে দীর্ঘ ৬ মাস অবসাদে ভুগছিল, তার জন্যই আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। তার ছয় বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

দলছুট হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের, আতঙ্ক পুঞ্চা এলাকায়, হাতিকে অন্য জায়গায় সরানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এবার পুরুলিয়ার পুঞ্চার পাঁড়ুই এলাকায় হাতির হানায় মারা গেলেন এক গ্রামবাসী। রয়েল বেঙ্গলের আতঙ্ক তো ছিলই। এবার দলছুট দলমার দাঁতাল নিয়ে চূড়ান্ত আতহক ছড়ালো পুরুলিয়ার মানবাজার মহকুমায়। রবিবার সকালেই দলছুট একটি হাতি এক ষাট বছরের বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত বাহাদুর মাহাতো নামে ষাট বছরের ওই বৃদ্ধকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীরা জানান, এদিন ভোরে এলাকায় হঠাৎই একটি হাতি দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যান এলাকার মানুষ জন। এদিন হাতিটি ঘুরে বেড়াতে থাকে গ্রামের কাছাকাছি এলাকায়। এই সময়ই সকালে মাঠের দিকে গেছিলেন বাহাদুর। হঠাৎ এই হাতির মুখোমুখি হয়ে যান তিনি। হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। পায়েও দলে দেয়। গ্রামবাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও মারা যান তিনি। খবর পেয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে যান এলাকায়। লোকালয়ের দিকগুলি আটকে দিয়ে নদীর দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাতিটিকে। কংসাবতী দক্ষিণের ডিএফও পূরবী মাহাতো বলেন, হাতিকে ঘুম পাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে বশে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। সেই মতো যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতিটি বাঁকুড়া জেলা থেকে এসেছে।

পহেলগাঁও হত্যালীলার প্রতিবাদে মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে নিরীহ পর্যটকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা। এই ঘটনায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার বিকালে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাজারে। এদিন পানাগড়ের মহিলা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সদস্যরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকলে মুখে কালো কাপড় বেঁধে পানাগড় বাজারের মাছ বাজার থেকে মিছিল শুরু করে পানাগড় বাজার ঘুরে গুরুদুয়ারের সামনে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে মৃত ২৬ জনের আত্মার শান্তি কামনা করেন সকলে।

সংগঠনের সদস্য ছন্দিতা দত্ত বলেন, কাশ্মীরে যে কয়েকজন জঙ্গি নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করেছে তাদের যেন কঠোরতম শাস্তি হয়। ভারত সরকারের কাছে তারা সেই আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপশি এই ঘটনার জেরে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে তা যাতে বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসে সেই কামনা করেছেন তারা।

বিপুল জাল নোট ও পাচারকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জাল নোট পাচারকারী গ্রেপ্তার। প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় নোট উদ্ধার। বাংলাদেশি যোগের সম্ভাবনা প্রবল। খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ নোটের সাদা পেপার কাটিংও উদ্ধার হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শনিবার রাতে বিপুল পরিমাণ জাল নোট সহ গ্রেপ্তার এক জাল নোট কারবারি। বড়সড় সাফল্য পেল মাটিয়া থানার পুলিশ। শনিবার রাতে বসিরহাটের মাটিয়া থানার খোলাপোতা এলাকায় হানা দিয়ে ৩৪ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করল পুলিশ। সঙ্গে গ্রেপ্তার এক জাল নোটের কারবারি। বাদুড়িয়ার এসডিপিও রাহুল মিশ্র মাটিয়া থানায় এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে বলেন, ধৃতের নাম শেখ আব্দুল করিম ওরফে রাজা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় নোট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খোলাপোতা এলাকায় হানা দিয়ে এই জাল নোট কারবারিকে হাতেনাতে পাকড়াও করে স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ ও মাটিয়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নোটের মধ্যে ২০০০, ৫০০ ও ২০০ টাকার নোট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রায় ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এর আগেও মাটিয়া থানায় চুরি ছিনতাইয়ের একাধিক অভিযোগ ছিল। পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র মামলাতেও সে ছয় মাস আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তরপর এই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে সাদা পেপার কাটিং যেগুলো সাইজ টাকার সমান। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা আগামীতে এগুলি প্রিন্টিং করে টাকা রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা ছিল ওই জাল নোট কারবারির। ধৃতের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও যোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাকে মহকুমা আদালতে রবিবার পেশ করা হলে বিচারকের তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাদুড়িয়ার এসডিপিও রাহুল মিশ্র পুলিশ আধিকারিক মলয় মণ্ডল সহ- প্রশাসনিক কর্তারা জানান, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলকে এবার আইনি নোটিস পাঠাচ্ছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিলীপ ইস্যুতে দিন কয়েক আগেই প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছিলেন সুজাতা মণ্ডল। এবার তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করে বসলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে শুধু একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হলেন না সাংসদ, সরাসরি প্রাক্তন স্ত্রীকে আইনি নোটিস পাঠানোর হুঁশিয়ারিও দিলেন।

সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর আইনি বিচ্ছেদ হয়েছিল আগেই। বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন একে অপরকে উদ্দেশ্যে করে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করতেও পিছপা হননি ওই দম্পতি। আপাতত দু'জনেই দুই পৃথক শিবিরে। সৌমিত্র খাঁ বিজেপির সাংসদ। অন্যদিকে সুজাতা মণ্ডল বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ। দু'পক্ষের বিবাদে বেশ কিছুদিন বিরতি চলার পর সম্প্রতি দিলীপ ঘোষ ইস্যুতে ফের তাঁদের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। সুজাতা মণ্ডল সৌমিত্র খাঁকে উদ্দেশ্যে করে তীব্র কটাক্ষ করেন। তারই পাল্টা এবার সুজাতার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সাংসদ সৌমিত্র। সাংসদের দাবি, সুজাতা মণ্ডল কলকাতার একটি সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু গত ৬ বছর ধরে তিনি একদিনের জন্যও স্কুলে যাননি। কীভাবে স্কুলে না গিয়ে মাসের পর মাস বেতন তুলছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ। একইসঙ্গে সুজাতার বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের মৎস্য বিভাগে ৭০ শতাংশ হারে কাটমানি নেওয়া ও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন সাংসদ। সুজাতার বিরুদ্ধে চাকরির জন্যে টাকা নেওয়ার অভিযোগও এনেছেন সাংসদ। একইসঙ্গে গত এক বছরে তিনবার সুজাতার বিদেশ যাত্রা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ।

সাংসদ তথা প্রাক্তন স্বামী সুজাতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেও সে বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সুজাতা মণ্ডলের। একাধিকবার তাঁকে টেলিফোন করা হলেও তিনি সেই ফোন রিসিভ করেননি।

গাজন প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: দীর্ঘ ১২ বছরের অপেক্ষা শেষ, ১৩ তম বর্ষে কোতুলপুর সবজি বাজার শিরোমনিপুর শান্তিনাথ শিব মন্দিরে গাজন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে গাজন প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। একই সঙ্গে গাজন কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। কোতুলপুর সবজি বাজারে গিয়ে শান্তিনাথ শিব মন্দিরে প্রথমে প্রণাম করেন তিনি। পরে মন্দির চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি গাজন প্রস্তুতিও ঘুরে দেখেন। গাজনে আসা দর্শনার্থীরা যাতে কোনও ধরনের সমস্যায় না পড়েন তা নিশ্চিত করার কথাও বলেন তিনি। সাংসদকে পাশে পেয়ে খুশি গাজন কমিটির সদস্যরা। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, কোতুলপুর আমার হৃদয়ে। ১২ বছর পর এখানে গাজন হচ্ছে। ওই গাজনে সকলকে আসার আমন্ত্রণ জানান তিনি।

হোটেলে মধুচক্র-সহ মদের ঠেক চালানোর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে জড়িত মহিলাদের ছেড়ে দেওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হোটেলে মধুচক্রের আসর এবং বেআইনি মদ ও জুয়ার ঠেক হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ওই হোটেলে পৌঁছয় পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ মধুচক্রের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপরেই প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা ওই হোটেলের সামনে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক আগুন ধরিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলঢাব এলাকায়। প্রায় আধঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। অবশেষে পুরাতন মালদা থানার আইসি মোমান চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা।

এদিকে বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই হোটেলে দীর্ঘদিন ধরেই অল্প বয়সি মেয়েদের এনে চলছে মধুচক্রের আসর। সঙ্গে মদের ফোয়ারা এবং জুয়ার আসর। এদিন রাতে এলাকার মানুষ হাতে-নাতে সবটাই ধরে ফেলে। খোঁজ দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু অভিযোগ তারপরে যে সব মেয়েরা ছিল তাদের বের করে আড়াল করে ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপরই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা গভীর রাতে জাতীয় সড়কও অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই হোটেলে বেআইনি মদের ঠেক, মধুচক্রের আসর রমরমিয়ে চলছে। বহিরাগত মানুষদের ভিড় বাড়ছে। দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছে। তারপরই এদিন হাতেনাতে ওই হোটেলে ঢুকে মধুচক্রের আসরের ঠেক ধরে ফেলা হয়। কিন্তু পুলিশ হোটেল মালিককে গ্রেপ্তার করেনি। তার প্রতিবাদেই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত ওই হোটেলটি শিল করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক হোটেল মালিক। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

রামগড়ে বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: খানাখন্দে ভরা বেহাল রাস্তার জমে থাকা বৃষ্টির জল ঢুকছে বাড়িতে। কোনওরকম নিকাশি ব্যবস্থা নেই। এই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা রামগড়ের সতাধিক মহিলা সহ বাসিন্দারা রবিবার সকালে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

তাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তা। অল্প বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। সেই জল ঢুকে পড়ে বাড়ির ভিতরে। জল বেরোনোর নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। এই সমস্যার কথা বারবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামগড় পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকরা। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীরা প্রশ্ন তোলেন, এতদিন পুলিশ কোথায় ছিল? প্রশাসনের প্রতিনিধিরা সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাতে সন্তুষ্ট হননি এলাকাবাসী। তাদের দাবি, প্রতিশ্রুতি নয়, কাজ করে দেখান। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ রামগড়-গোয়ালতোড় রাজ্য সড়কে যানচলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

তৃণমূলের যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রবিবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের আমতা বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের এক যোগদান সভার আয়োজন হয়। সভায় আমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা সিপিএম নেতা তরুণ রায় সহ বিজেপি থেকে প্রায় দেড় হাজার কর্মী সমর্থক নিজের দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন উলুবেরিয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি।

পাইপ গান, গুলি-সহ গ্রেপ্তার ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ডাকাতির ছক বানচাল, গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী। উদ্ধার পাইপ গান ও এক রাউন্ড গুলি ও আয়রন রড এবং হাঁসুয়া। শনিবার গভীর রাতে হাবড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাবড়া হোস্টেল মাঠ এলাকায় হানা দিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। বাকি বেশ কয়েকজন পালিয়ে যায় বলে জানায় পুলিশ। অভিযুক্তরা হলেন দীনেশ শর্মা বাড়ি হাবরা থানা এলাকায়, রাম মণ্ডল বাড়ি অশোকনগর থানা এলাকায়, পলাশ রায় বাড়ি হাবড়া থানা এলাকায়। তিনজনের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি পাইপ গান এক রাউন্ড গুলি আয়রন রড ও হাঁসুয়া। পুলিশের জেলায় অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল তারা। রবিবার দিন অভিযুক্তকে বারাসাত আদালতে পেশ করে হাবড়া থানার পুলিশ।

স্ত্রী প্রকল্পের অধীনে ড্রোন দিদি পুরস্কৃত হলেন আউশগ্রামের তানজিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মুম্বইতে চলছে ৪ দিন ব্যাপী ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট। ১ মে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপস্থিত ছিলেন ৬০টি দেশের প্রতিনিধি। উপস্থিত ছিলেন বলিউড এর তারকা নক্ষত্ররা যথা শাহরুখ খান, করণ জোহর,আলিয়া ভাট, রণবীর সিং প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং এর তরফ থেকে তানজিলা খাতুনকে তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় 'বার্ডস আই ভিউ চ্যালেঞ্জ' বিভাগে। তানজিলার হাতে

পুরস্কার তুলে দিয়েছেন বলিউডের তারকা অনুপম খের।

পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা তানজিলা খাতুন। তিনি আউশগ্রাম বিজয়নী ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির একজন সদস্যা । এই এফপিসিটি গঠন হয় ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে এইচডিএফসি পরিবর্তন ও থর্নটন ভারতের সহায়তায় স্ত্রী প্রকল্পের অধীনে। তানজিলা নমো ড্রোন দিদি প্রকল্পের অধীনে একটি ড্রোন পায় ১০০ শতাংশ ভর্তুকিতে পরদীপ ফসফেট লিমিটেড কোম্পানির তরফ থেকে। স্ত্রী প্রকল্পের সাফল্য কাহিনি দিয়ে বানানো ড্রোন ভিডিও জমা করা হয় এই সামিটে। তানজিলা বলেন, আমি এইচডিএফসি পরিবর্তন ও গ্র্যান্ট থর্নটন ভারতের অধীনে স্ত্রী প্রকল্পের সাহায্যে ড্রোন দিদি প্রকল্পের কথা জানতে পারি। ওনাদের সাহায্যেই আমি একজন সফল ড্রোন দিদিতে পরিণত হয়েছি। ওনাদের মাধ্যমেই আমি ওয়েভ সামিট ২০২৫ এ অংশগ্রহণ করি এবং আমি এই অনুষ্ঠানে তৃতীয় স্থান অর্জন করি। আমি ভীষণ গর্বিত যে আমি স্ত্রী প্রকল্পের সাফল্য কাহিনিকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আমি ড্রোন পরিচালনা করে আজ বিকল্প উপার্জনের পথ পেয়েছি। এই পুরস্কার আমাকে অনুপ্রেরণা জাগাবে আগামী দিনে।

দ্রে রাসের তাণ্ডব, ব্যর্থ সূর্যবংশী, চেষ্টা বিফলে রিয়ানের

রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে ১ রানে জয় কলকাতার

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবিবারীয় ইডেনে ম্যাচের আকর্ষণ কমই ছিল। যেটুকু ভিড় জমেছিল তা ১৪ বছরের বিস্ময় কিশোরের ব্যাটিং দেখার জন্যই। কিন্তু হতাশই করলেন বৈভব সূর্যবংশী। ফিরলেন মাত্র ৪ রান করেই। তাতে অবশ্য ইডেন হতাশ হয়নি। কারণ, ম্যাচের উত্তেজনা ছিল একেবারে শেষ বল পর্যন্ত। একদিকে দ্রে রাসের দুরন্ত ইনিংস অন্যদিকে রিয়ান পরাগের পয়সা উশুল করা ইনিংস দারুণ উপভোগ করেই বাড়ি ফিরলেন দর্শকরা। সবচেয়ে বড় পাওয়া শেষ বলের লড়াইয়ে ১ রানে নাইট রাইডার্সের জয়, যা প্লে অফের আশা টিকিয়ে রাখল। রবিবার ইডেনে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অজিঙ্ক রাহানে। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারের শেষে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২০৬ রান তোলে কেকেআর। জবাবে ৮ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রানে থামে রাজস্থান রয়্যালস।

ম্যাচ জিততে শেষ ওভারে ২২ রান দরকার ছিল রাজস্থানের। ইডেন গার্ডেনে শুভম দুবে প্রায় জিতিয়েই দিয়েছিলেন দলকে। বৈভব অরোরার করা ওভারের প্রথম দুই বলে জোফ্রা আর্চার ডাবল ও সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক দেন দুবেকে। পরের তিন বলে ছক্কা-চার-ছক্কায় ১৬ রান তুলে শেষ বলে হিসাবটাকে ৩ রানে নামিয়ে আনেন দুবে। ওই বলে দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রানআউট হয়ে যান আর্চার। হতাশ হয়েই মাঠ ছাড়ে কেকেআর। এই জয়ে ১১ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট কেকেআরের।

নাইটদের ২০৬ রানের ৮৫-ই এসেছে শেষ ৫ ওভারে, শেষ ৩ ওভারে ৫৭ রান। আন্দ্রে রাসেল ও রিংকু সিংয়ের তাণ্ডবে রাজস্থানের বোলাররা খেই হারিয়েছিলেন। প্রথম ৯ বলে ২ রান করা রাসেল পরের ১৬ বলে করেছেন ৫৫ রান। ৬১ রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে অংকৃশ রঘুবংশীকে দর্শক বানিয়ে রাখা রাসেল ২৫ বলে ৫৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এবারের আইপিএলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডারের এটিই প্রথম ফিফটি। ৪টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন

ইডেন হতাশ, ঝড় তোলার আগেই ফিরলেন বৈভব সূর্যবংশী। ছবি: অদিতি সাহা

রাসেল। রিঙ্কু ১ চার ও ২ ছক্কায় ৬ বলে করেছেন ১৯ রান। রান তাড়ায় ইনিংসের চতুর্থ বলে বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীকে হারানো রাজস্থান দ্বিতীয় ওভারে হারায় ক্রুনাল সিং রাঠোরকে। এরপর রিয়ান পরাগকে নিয়ে যশস্বী জয়সোয়ালের ৩১ বলে ৫৮ রানের জুটি। মঈন আলী জয়সোয়ালকে (২১ বলে ৩৪) ফেরানোর পর ৫ রানের মধ্যে বরুণ চক্রবর্তী ফিরিয়ে দেন ধ্রুব জুরেল ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে।এরপর রাজস্থান অধিনায়ক পরাগ শিমরান হেটমায়ারকে নিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন দলকে। ১৩ ও ১৪তম ওভার মিলিয়ে টানা ছয়টি বৈধ বলে ছক্কা মেরে ইডেনের দর্শকদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন পরাগ। তবে ১৬তম ওভারে হেটমায়ারের বিদায়ের পর জয় ও সেঞ্চুরির 'ডাবল' চাপ নিতে পারেননি পরাগ। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি থেকে ৫ রান দূরে থাকতে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন রাজস্থান অধিনায়ক। ৪৫ বলে ৯৫ রান করার পথে ৬টি চার ও ৮টি ছক্কা মারা পরাগের বিদায়ের পর মনে হচ্ছিল এখন শুধু ব্যবধানই কমাতে খেলবে রাজস্থান। কিন্তু ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামা শুভম দুবে ভাবলেন অন্য রকম, খেললেন ১৪ বলে ২৫ রানের ইনিংস। তবে শেষ পর্যন্ত এত কাছে তবু এত দূর অনুভূতি নিয়েই ফিরতে হলো তাঁকে।

রবিবারের বিকেলে ইডেনে কেকেআরের ম্যাচ। রাজস্থান ছিটকে গেলেও কেকেআরের কাছে ডু অর ডাই দ্বৈরথ। তাতেও ফাঁকা থাকল ইডেনের গ্যালারি। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট অবধি হাজির ছিলেন মাত্র ৩৫,২৯০ জন দর্শক। এমন দৃশ্য ইডেনের ইতিহাসে বড় বেমানান।

ইডেনে কেকেআরের রুদ্ধশ্বাস জয়ের সাক্ষী থাকলেন দলের অন্যতম কর্ণধার জুহি চাওলা। শেষ ওভারে বসে না থেকে দাঁড়িয়েই কাটালেন জুহি। অবশেষে স্বস্তির জয়। নাইটদের বক্সে ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অভিরূপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বুধবার ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ। শহরে এসে গেল চেন্নাই সুপার কিংস। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বিমানে পাওয়া গেল চেনা মেজাজেই। হাসিমুখে মেটালেন সহযাত্রীদের ছবি তোলার আবদার।

ইডেনে কেকেআর বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ দেখলেন ইংল্যান্ডের জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ছবি তুললেন কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গেও।

ব্যাটে-বলে আরও এক জমজমাট রুদ্ধশ্বাস হাই স্কোরিং ম্যাচের সাক্ষী থাকল ইডেন গার্ডেন্স। ম্যাচের শেষে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়ার। সম্প্রতি সৌরভ ও অভিষেককে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাব ক্লাবের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে। ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ শুরুর আগে ইডেন বেল বাজালেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার শেন বন্ড। হাজির ছিলেন সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী-সহ সিএবির পদাধিকারীরা।

৪ ম্যাচ পর মেসির গোল, জয় পেল মায়ামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে ৪-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। মায়ামির হয়ে গোল গুলি করেন ফাফা পিঁকু, মার্চেলো ভাইগান্ট, লুইস সুয়ারেস ও মেসি।

এই ম্যাচের আগে ভ্যানকুভারের কাছে দুই লেগেই হেরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে মায়ামি। তাছাড়া মেজর লিগ সকারে মায়ামি মরসুমের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে ডালাসের কাছে। ৩ ম্যাচ পর এদিন মায়ামি জয়ে ফিরল।

১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেনসের পয়েন্ট তালিকার চারে এখন মায়ামি। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে কলম্বাস ক্রু।

ম্যাচ হেরে কেকেআরেরও পিছনে গোয়েঙ্কার লখনউ

ব্যাটে প্রভসিমরণ আর বলে অর্শদীপের দাপটে জয় প্রীতির পাঞ্জাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাটে প্রভসিমরণ আর বলে অর্শদীপ। লখনউ সুপার জায়ান্টস পাত্তাই পেল না প্রীতির পাঞ্জাব কিংসের কাছে। জয় এল ৩৭ রানে। এই জয়ে ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ২ নম্বরে উঠে এল পাঞ্জাব। ম্যাচ হেরে লখনউ চলে গেল কেকেআরেরও নীচে, ৭ নম্বর স্থানে। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পাঞ্জাব কিংস। ওপেনার প্রভসিমরণ সিং ৯ রানের জন্য শতরান পাননি। ৬টি চার ও ৭টি ছয়ের সাহায্যে তিনি ৪৮ বলে সর্বাধিক ৯১ রান করেন। জশ ইনগ্লিস ১৪ বলে ৩০, অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ২৫ বলে ৪৫, প্রিয়াংশ আর্য ৪ বলে ১ ও নেহাল ওয়াধেরা ৯ বলে ১৬ রান করে আউট হন। শশাঙ্ক সিং ১৫ বলে ৩৩ ও মার্কাস স্টইনিস ৫ বলে ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন। তাতে ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩৬ রান তোলে পাঞ্জাব। জবাবে লখনউ সুপার জায়ান্টস নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৯৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। ২৩৭ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে লখনউ সুপার জায়ান্টস। এইডেন মার্করাম ১০ বলে ১৩, মিচেল মার্শ ৫ বলে ০ ও নিকোলাস পুরাণ ৫ বলে ৬ করে সাজঘরে ফিরেছেন। মার্শ ও মার্করামকে একই ওভারে আউট করেন অর্শদীপ সিং। এরপর ফের বল করতে গিয়ে পুরাণকেও তিনিই আউট করেন। তাদের হয়ে আয়ুষ বাদোনি সর্বোচ্চ ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন। অধিনায়ক পন্থ এদিনও ফেল। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ১৮ রানের বেশি করতে পারেননি। আব্দুল সামাদ করেন ৪৫ রান। পাঞ্জাবের হয়ে অর্শদীপ তিনটি, ওমরজাই দুটি, আর মার্কো জানসেন ও যুজবেন্দ্র চাহাল একটি করে উইকেট নেন। এই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে উঠে এল পাঞ্জাব কিংস। অন্যদিকে, হেরে প্লে-অফে যাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন হল লখনউয়ের।

শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে দলের হয়ে সর্বাধিক রান করা প্রভসিমরণ সিং। ছবি- আইপিএল

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পাক স্ত্রী বিতর্কে বরখাস্ত সিআরপিএফ জওয়ান ন্যায়বিচার চেয়ে মোদির দ্বারস্থ

নয়াদিল্লি, ৪ মে: শনিবারই সিআরপিএফের ৪১ ব্যাটেলিয়নের কনস্টেবল মুনির আহমেদকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গোপনে পাকিস্তানি মহিলাকে বিয়ে, ভিসার মেয়াদ শেষের পরও তাঁকে জেনেশুনে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধেই মুনিরকে শাস্তি দেওয়া হয়। রবিবার তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি নিয়ে মুখ খুলেছেন বরখাস্ত কনস্টেবল মুনির আহমেদ। দাবি করেছেন, তাঁর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছেন।

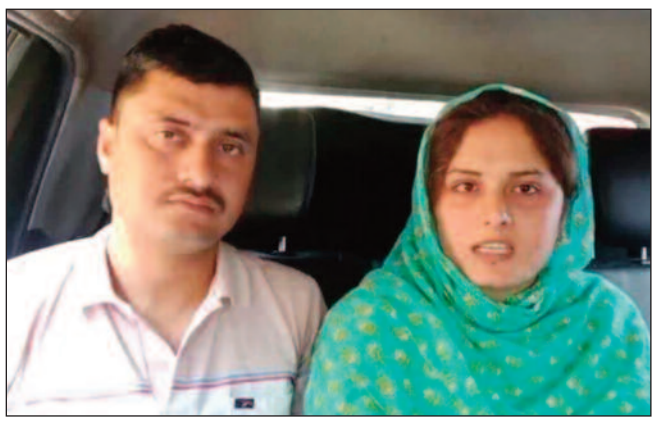

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মুনির আহমেদ বলেছেন, 'আমি সবটাই জানিয়েছি, আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমি যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং সংযুক্ত নথি অনুসরণ করেছি।' মুনির আহমেদকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় সিআরপিএফ মুখপাত্র ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এম ধীনাকরণ বলেছেন, 'একজন পাকিস্তানি নাগরিকের সঙ্গে কনস্টেবল মুনির আহমেদ গোপনে বিয়ে করেছিলেন এবং ভিসার মেয়াদ অতিক্রমের পরও জেনেশুনে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড চাকরির নিয়ম লঙ্ঘন এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই ওই কনস্টেবলকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

মুনির আহমেদ এবং পাকিস্তানি নাগরিক মিনাল খান গত বছরের ২৪ মে ভিডিও কলে বিয়ে করেছিলেন। মুনির বলেছেন যে, তিনি সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষকে বিয়ের কথা জানিয়েছিলেন অক্টোবরে। এই ফেব্রুয়ারিতে, মিনাল খান ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসেন এবং মুনির আহমেদের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। মিনালের ১৫ দিনের ভিসার মেয়াদ মার্চ মাসে শেষ হয়ে যায় এবং মুনির এরপর স্ত্রী মিনালের দীর্ঘমেয়াদি ভিসার জন্য আবেদন করেন। একমাস পর, পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন নিরপরাধ মানুষ নিহত হন। এরপরই নয়াদিল্লি, ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। মিনাল খানকেও দেশ ছাড়ার কথা বলা হয়। সেই মতো তিড়ি ওয়াঘা সীমান্তের দিকে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট এ দেশ ছাড়ার শেষ মুহূর্তে আরও ১০ দিন থাকার অনুমতি দেয়।

মুনির আহমেদের দাবি, তাঁর স্ত্রী ফেব্রুয়ারিতে ভারতে আসার পর তিনি ছুটিতে ছিলেন। বলেন, 'আমি ২৩ মার্চ পুনরায় কাজে যোগ দিই। আমি সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানিয়েছিলাম। আমি তাদের আমার স্ত্রী মিনালের ভিসার একটি কপি দিয়েছিলাম এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিসার আবেদন সম্পর্কেও জানিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ করেই আমাকে বদলি করা হয়। ২০২৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে আমার পোস্টিং শেষ হওয়ার কথা ছিল। যখনই আমাকে অন্য ব্যাটেলিয়নে বদলি করা হয়, সেখানে যোগদানের জন্য ১৫ দিনসময় পাওয়ার কথা বললেও, আমি তা পাইনি। আমাকে ট্রেনের টিকিটও দেওয়া হয়নি। আমি ৪১ ব্যাটালিয়নে যোগদান করি। ফের আমি তাদের আমার বিয়ে সম্পর্কে সবকিছু বলেছিলাম। আমি আমার বদলির বিষয়ে ডায়েরেক্টরকেও লিখেছিলাম। সেই আবেদনটি প্রক্রিয়াধীন।'

এরপরও চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ায় হতবাক মুনির আহমেদ। বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাতে চাই। একজন জওয়ান হিসেবে আমার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা উচিত। আমি ২০২৪ সালে বিয়ে করেছি এবং ২০২২ সাল থেকে আমি পুরো বিষয়টি বিভাগকে জানাচ্ছি। বলুন, অবৈধ কী পেলেন?'

রামচন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র রাহুলের মন্তব্যে তুফান

নয়াদিল্লি, ৪ মে: রামচন্দ্রকে 'পৌরাণিক চরিত্র' বলে অভিহিত করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে একটি আলোচনাসভায় তিনি বলেন, 'আমাদের পৌরাণিক চরিত্রগুলি; যেমন ভগবান রাম; ক্ষমাশীল, সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিজেপির আদর্শকে আমি কখনওই হিন্দু আদর্শ বলি না।' এর পরেই বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি বলেছে, 'এটাই রামদ্রোহী কংগ্রেসের আসল রূপ।'

বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার কটাক্ষ, 'রাহুল গান্ধি ভগবান রামকে 'কাল্পনিক' বলেছেন। এভাবেই কংগ্রেস রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেছে এবং রামের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে

এসেছে।' বিজেপির নেতা সিআর কেশবন ও মনোজ তিওয়ারিও কড়া ভাষায় রাহুলের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। রাহুল তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দু আদর্শ মানে উদারতা, সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ। বিজেপির মতবাদকে আমি একটি উপদ্রবকারী চিন্তাধারা বলেই দেখি। ওদের হাতে এখন অর্থ, ক্ষমতা আছে। কিন্তু ভারতের চিন্তাশীল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না।'

এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস রাহুলের মন্তব্য নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে রামচন্দ্রকে ঘিরে এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র তরজা চলছেই।

ইমরান খান-সহ বিলাওয়াল ভুট্টোর এক্স হ্যান্ডেল ব্লক ভারতে : পহেলগাঁও কাণ্ডের পর শুধু কূটনৈতিকভাবে নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। এবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর এক্স হ্যান্ডেল 'ব্লক' করল নয়াদিল্লি।

রবিবার সকাল থেকে ইমরান ও বিলাওয়ালের এক্স হ্যান্ডেল আর দেখা যাচ্ছে না ভারত থেকে। মনে করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের নির্দেশেই দুটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে ওই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে 'অপপ্রচার' এবং 'ভুল তথ্য' ছড়ানোর অভিযোগেই কোপ পড়েছে তাঁদের এক্স হ্যান্ডেল দুটিতে। ইতিমধ্যেই প্ররোচনামূলক খবর প্রচারের অভিযোগে পাকিস্তানের ১৬টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারত।

বেনারসে প্রয়াত যোগসাধক স্বামী শিবানন্দ

বেনারস, ৪ মে: পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত কিংবদন্তি যোগগুরু স্বামী শিবানন্দ বাবাজী পরলোকগমন করলেন। শনিবার বারাণসীর এক পবিত্র ধামে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২৯ বছর। দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মানবসেবা, যোগচর্চা এবং আধ্যাত্মিক পথনির্দেশে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরায় এক দীপ্তিমান উপস্থিতি ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ, করুণা ও নিঃস্বার্থ সেবার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বহু বছর ধরে তিনি অসহায়, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন; নীরব ও নির্লোভ ভাবে। ২০২২ সালে দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করেন তিনি, অথচ সেই সময়ও তাঁর পরনে ছিল সাদা ধুতি ও গামছা। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিনয়ী জীবনধারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৫ মে ২০২৫ • পেজ ৮

ডিমেনশিয়া

নিঃশব্দে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ

ড. গৌতম সরকার

আধুনিক যুগ হল ‘গতির যুগ’, সেখানে জেটগতির দুনিয়ার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি হয় নিত্যি নতুন চাপ। যদিও ডাক্তারি মতে ‘চাপ’ আর ‘স্ট্রেস’ এক কথা নয়। কোনও কোনও চাপ যখন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে যায়, তখন সেটা ‘স্ট্রেস’ নামক এক রোগে পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী গিলার্ড-এর বিশ্লেষণ হল, রোজকার কাজের চাপে শারীরিক শক্তির খরচ হওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক অভিযোজন ক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে, অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় রোজকার দায়িত্বের সাথে আমাদের কর্মক্ষমতা পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলাতে থাকে। তাই অফিসে অতিরিক্ত কাজের চাপ, বা পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের পুনঃপাঠ আমাদের শরীর ও মন সম্পূর্ণ করতে পারে। তবে সবকিছু একটা মাত্রা পর্যন্ত ঘটানো সম্ভব। সেই মাত্রা বা সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে সেটি আর চাপ থাকে না, স্ট্রেসে পরিণত হয়। স্ট্রেস যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, একটা সময় শরীর ও মনের মধ্যেকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এর পরিণতিতে সামান্য ‘অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম’ থেকে বিষয়টি মারাত্মক ‘সাইকোসিস সমস্যা’-র সৃষ্টি করতে পারে, যেটি কালক্রমে ‘ডিমেনশিয়া’ বা ‘চিত্তভ্রংশ’ রোগে পরিণত হয়।

অলক্ষ্যে বেড়ে চলেছে ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা ‘ল্যানসেট’ জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষের কাছাকাছি, এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ ওই সংখ্যা বেড়ে হবে ১৫ কোটি। এই নিরিখে ভারতবর্ষের অবস্থাও খুব উদ্বেগজনক। প্রকাশিত ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে ভারতবর্ষে ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হবে প্রায় এক কোটি চোদ্দ লক্ষেরও বেশি মানুষ। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ।

ডিমেনশিয়া-র প্রাথমিক বিস্তার খুবই ধীরে ধীরে হয়, ফলে এই রোগ ধরা পড়তে অনেকটা সময় লেগে যায়। যখন কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তখন কতকগুলি সাধারণ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সাম্প্রতিক ঘটনা, পরিচিত মানুষের নাম ও চেহারা ভুলে যাওয়া;

জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় না রাখা; একই কথা বা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা; কথার খেই হারিয়ে ফেলা; হতাশা, নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতায় ভোগা; ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের অকস্মাৎ পরিবর্তন;

চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া; সময় সম্বন্ধে আন্দাজ হারিয়ে ফেলা, অল্পেতে বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়ে পড়া, অতীতের পছন্দের বিষয়গুলিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মতে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুগী বিষণ্ন ও উদাসীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ের উপসর্গগুলি হল অধীরতা, অল্পে রেগে ওঠা, বিভ্রম এবং ভুল বোকা। অন্তিম পর্যায়ের উপসর্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- অসংযম, চলাফেরায় অসুবিধা, মুখে খাবার নিয়ে বসে থাকা এবং পেশিতে খিঁচুনি।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ এখন আগের তুলনায় বেশি দিন বাঁচে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিবিসি-র স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস গ্যালাহার-এর মতে, প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে বংশগত কারণ ছাড়াও বার বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে, মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটলে, কিংবা থাইরয়েডের মতো হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা ভিটামিনের অভাবেও এই রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়াও আরও যেসব কারণে এই রোগ হতে পারে সেগুলি হল, দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান ও মদ্যপান, আলঝেইমার্স, ভিটামিন-বি’র

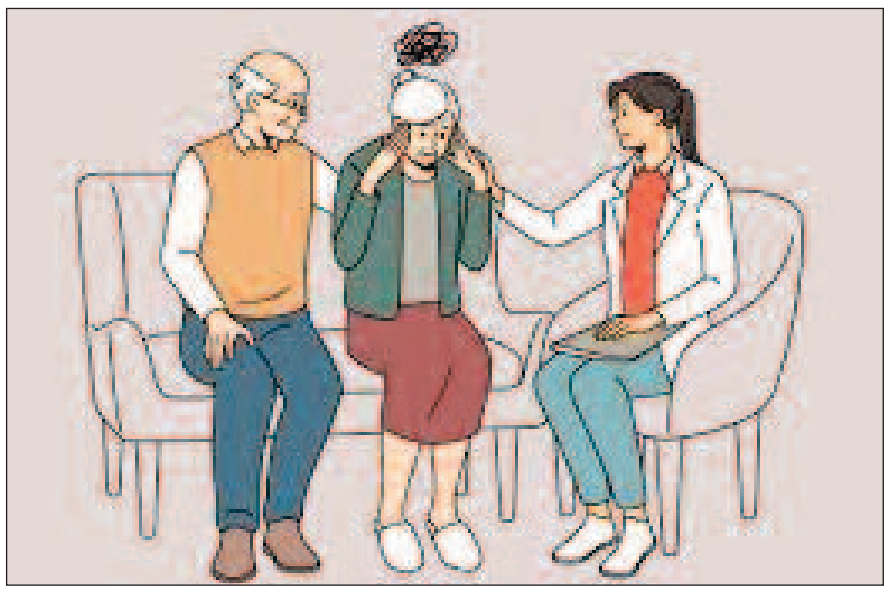

অভাব, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ ভুলে যায় কেন? যে অঞ্চল দিয়ে স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলা হয়, হিপ্পোক্যাম্পাস। এই প্রবেশপথের উপরেই ডিমেনশিয়া রোগটি আক্রমণ করে। এর ফলে হিপ্পোক্যাম্পাস শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। হিপ্পোক্যাম্পাস যখন সুস্থ থাকে তখন সে সব স্মৃতি গুছিয়ে রাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে করে। কিন্তু সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্মৃতি ধরে রাখার কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। তখন মানুষ তার সাম্প্রতিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তবে অতীতের স্মৃতিগুলো পরিষ্কার মনে থাকে, কারণ সেইসময় হিপ্পোক্যাম্পাস সুস্থ থাকায় স্মৃতিগুলো গুছিয়ে রাখতে পেরেছিল।

আলঝেইমার্সের সঙ্গে এমিলয়েড প্রোটিনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত পরিমানে এই প্রোটিন জমা হওয়ার কারণে মস্তিষ্কে কোষসমূহের মৃত্যু ঘটে। এই এমিলয়েড বিটা প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারলে মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রক্ষা করে রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব হয়। তবে মানুষের মস্তিষ্ক হল এক জটিল কারখানা। ১০০ বিলিয়নেরও বেশি নিউরণের জটিল জ্যামিতির ততোধিক জটিলতর মেকানিজম বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সবটা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রোগের উপসর্গ চিনে চিকিৎসা শুরু করার আগেই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে রোগের প্রকোপ বয়স্কদের মধ্যেই বেশি দেখা গেলেও অল্পবয়সীরাও এই রোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। সম্প্রতি কমবয়সীদের অতিরিক্ত ‘ওয়ার্ক প্রেসার’ স্ট্রেস বাড়িয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগটির প্রকোপ কমানো যায়, কিন্তু পুরোপুরি নিরাময় হয়না। রোগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু পরীক্ষা আছে, মূলত সেই পরীক্ষায় রোগীর বৌদ্ধিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। ‘মিনি-মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন’ এইরকম একটি বৌদ্ধিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের পরীক্ষা। এছাড়া রুগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে বিভিন্ন ধরণের রক্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্কের এমআরআই বা সিটি স্ক্যান, ইইজি বা ইলেক্ট্রো-এন্সেফালোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসা চালানো হয়। তবে ওষুধ ও চিকিৎসায় খুব উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায়না। ডাক্তাররাও বলেন, এসব রুগীর ক্ষেত্রে ওষুধের চেয়ে যত্ন ও সহমর্মিতা বেশি জরুরি। ডাক্তার, নার্স, পরিবারের লোকজনের ধৈর্য্য ও সেবা রোগীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে।

মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা যেদিন থেকে জটিল ও জটিলতর হতে শুরু করেছে, মানুষের চাহিদা ও ভোগ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁতে চেয়েছে এবং আরও আরও অর্থ উপার্জনের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে, তখন থেকেই অতিরিক্ত কাজের চাপ, স্বপ্নপূরণ করতে না পারার হতাশা, চাকরিতে প্রোমোশনের টেনশন, বার্ষিক টার্গেট পূরণ করতে না পারার ভয়, এইরকম একাধিক কারণে ডিমেনশিয়া রোগটি মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। ১৯০৬ সালে রোগটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন জার্মান চিকিৎসক আলোইস আলঝেইমার। স্মৃতি হারিয়ে ফেলা এক মহিলা মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মস্তিষ্কটি প্রায় শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নিউরণ এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষে বেশ কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরই শুরু হয় এই রোগ এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা। সবথেকে বড় কথা, বিশ্বের খুব কম দেশই এই রোগ এবং রুগীদের নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার পরিণতিতে পৃথিবীব্যাপী রোগীর সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র হিসেবমতো বর্তমানে সারা বিশ্বে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ‘আলঝেইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডারস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’-এর ২০২০ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে ষাট বছরের উর্দ্ধে প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। ২০২০ সালের ল্যানসেটের রিপোর্ট বলছে, চল্লিশ শতাংশের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে। তবে তার জন্য ওষুধ ও ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াও সুস্থ ও সংযমী জীবনযাপন এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস বেশি প্রয়োজনীয়। আর একটি বিশ্বাস থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। সেটি হল, ‘বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেককিছু ভুলে যাবেন।’ এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে অল্পস্বল্প উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধপথ্য শুরু করলে রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ২০ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব চিত্তভ্রংশ সচেতনতা দিবস’ পালন করা হয়। আপামর জনগণের সদিচ্ছা এবং সচেতনতাই এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

অ্যারোমাথেরাপি কি ও কেন?

ডাঃ শামসুল হক

অ্যারোমাথেরাপি হল আমাদের এই নির্মল প্রকৃতির বুকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন ধরণের বনস্পতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা নির্যাসের অনুসন্ধান করা এবং তা থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি সামগ্রীর বাহ্যিক প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা কর্মের সুস্পাদন ঘটানোর অতি পুরাতন একটা পদ্ধতি মাত্র । যতদূর জানা গেছে মিশর ই হল এই ধরণের চিকিৎসা কার্যের মূল উৎপত্তি স্থল এবং সেটা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন একটা প্রথাও । মিশরের চিকিৎসা তথা সংবাহনের দেবতা ইমাহতেপ ই হলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল উদ্ভাবক। এই বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন গবেষণাকর্ম চালিয়েছিলেন তিনি এবং সিদ্ধান্তও । তাঁরা তখন লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে পাওয়া তেল মানুষের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে টেনে দেহে প্রবেশ করালে সেটা অতি সহজেই পৌঁছে যায় মস্তিষ্কেরই বিভিন্ন কোষে। আর তারই ফলস্বরূপ মানুষের দেহ এবং মনের মধ্যে অতি আচম্বিতেই ঘটে যেতে পারে নানান ধরণের পরিবর্তনও ।

গবেষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন, সেইসব তেলের নানান সুফল সম্প্রসারিত হতে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে এবং তারপর ই মেলে ঈপ্সিত অনেক ফলাফলও। আর সেটা যে নিশ্চিতভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে মানুষের শরীর এবং স্বাস্থ্যের মূল্যবান এক রক্ষাকবচ হিসেবে সেই বিষয়েও একশো শতাংশ

পেয়েছিলেন আশাতীত সাফল্যও।

ইমাহতেপের বহুবিধ চিন্তাধারা এবং সেইসঙ্গে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেটা হল, মিশরের মমি সংরক্ষণ পদ্ধতি। তিনি জানতেন দেবদারু ফল থেকে পাওয়া তেলের আছে জীবাণু ধ্বংস করার বিপুল ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, সেই তেলের আছে জীবদেহের পচন রোধ করার বিশাল ক্ষমতাও । তাই সেটা দিয়েই সেই দেশের মানুষজন তাঁদের আপনজনদের দেহ সংরক্ষিত রাখতেন বছরের পর বছর। অতএব মহার্ঘ সেই তেল নিয়েই তখন মাথা ঘামাবার বিশেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি এবং দেখেছিলেন সফলতার মুখও।

সেইসময় ইমাহতেপ শুধুমাত্র সেটুকু জেনেই চুপচাপ বসে থাকেননি । চালিয়েছেন নিরলস গবেষণাকর্মও । আর তখন কেবলমাত্র দেবদারুর বীজের গোপন রহস্য জেনেই তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেননি তিনি । পাশাপাশি আরও অনেক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং সেইসঙ্গে তাদের ফল থেকে পাওয়া তেল মানবদেহে প্রয়োগয় করে পরখ করেছিলেন তার ফলাফল এবং তারপর সেটা নিয়ে চালিয়ে ছিলেন আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও।

সেইসময় তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন আরও অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষজনকেও এবং সকলে মিলে চালিয়েছিলেন নতুন নতুন অনেক গবেষণার কাজ এবং তারপর তাঁরা নিয়েছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিত ও হয়েছিলেন তাঁরা।

প্রকৃতিক নিয়মেই সেইসব তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মিষ্টি সুগন্ধযুক্ত হত বলে সেটা সকলের কাছে ভীষণ গ্রহণযোগ্য ও হয়ে উঠেছিল। শরীরের বিভিন্ন ধরণের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করা থেকে শুরু করে স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি, দেহের বিভিন্ন অংশের চর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য আরও অনেক রোগে সেটা বিপুলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ও এনে দিয়েছিল। এই জাতীয় তেল আবার দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদাটুকু মেটাবার পর অবশিষ্ট অংশ মল - মূত্র হিসেবে আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় বলে দেহকে অতিরিক্ত ভার বহন করতেও হয় না।

অ্যারোমাথেরাপি অর্থাৎ এই সুগন্ধী চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু অতি সহজে পায়নি তার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশ শতকের প্রথম দিকে মেলে তার স্বীকৃতি । ফরাসি রসায়নবিদ রানে মারিস গ্যাটেফস সাহেব অ্যারোমাথেরাপি নিয়ে চালিয়েছেন দীর্ঘ গবেষণাকর্ম। অত এব আজকের দিনের এই সিস্টেমের জনক ও যে তিনিই সেটা সকলে স্বীকার ও করে নিয়েছেন। তারপর মাদাম মুরে মার্কেরিও নামক এক মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানীও এই বিষয়ের উপর প্রচুর কাজ করেছেন এবং পেয়েছেন উল্লেখ যোগ্য সফলতাও । আজ ও বিজ্ঞানের এই চরম অগ্ গতির যুগে এই বিষয় নিয়ে চলছে নিরলস গবেষণাকর্ম ও । আর এই সত্যটাও সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিভিন্ন সুগন্ধী তেল বা হরেক রকম প্রসাধনী সামগ্রী মানুষের নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও সফল একেবারে পুরোপুরিভাবেই ।